নাট্যোৎসবে অভিনীত

ধৃতরাষ্ট্র

(তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ)

ধনঞ্জয় বৈরাগী

ভূমিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাক্ সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৮
তৃতীয় মুদ্রণ—এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক—
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্ সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—
কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—
অমলেন্দু সেন

দু' টাকা পঞ্চাশ ন. প.

নব নাট্য আন্দোলনের পুরোহিত

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পয়লা বৈশাখ, ১৩৬৪

'ধৃতরাষ্ট্র' অভিনয় করতে হলে রয়্যালটি বাবদ দশ টাকা শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় C/o থিয়েটার সেণ্টার, ৩১-এ চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা-২৫ এই ঠিকানায় পাঠিয়ে অনুমতি-পত্র নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে অভিনয় করলে তা দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

এই লেখকের লেখা ঃ

উপন্যাস—

বিদেশী (২য় মুদ্রণ)
এক মুঠো আকাশ (৫ম মুদ্রণ)
মধুরাই (৩য় মুদ্রণ)

নাটক—

রুপোলী চাঁদ (৩য় মুদ্রণ)
নাট্যগুচ্ছ
এক মুঠো আকাশ (২য় মুদ্রণ)
রজনী গন্ধা
এক পেয়ালা কফি (২য় মুদ্রণ)
আর হবে না দেরী

গল্প—

ছিলেন বাবুর দেশে

'মুখোশ'-দল এই নাটক প্রথম অভিনয় করে থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭। সেই রজনীর ভূমিকালিপি।

অঞ্জন	...	অমরেন্দ্রমোহন রায়
ধীরাজ	...	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরূপ	...	ভুবন রায়চৌধুরী
শান্তা	...	কৃষ্ণা রায়
বিনয়কাকা	...	ধ্রুব গুপ্ত
মলয়া	...	বাণী সেন
সতী	...	সুষমা ঘোষাল
মতিবাবু	...	তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
ধ্রুব	...	স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রফেসর লাহিড়ী	..	অমলেন্দু সেন
ডাক্তার	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত	...	সুনীল সিংহ
১ম ভদ্রলোক	..	গোবিন্দ চক্রবর্তী
২য় ভদ্রলোক	...	যামিনী মিত্র
প্রভাতের বাবা	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

পরিচালনা—**ভুবন রায়চৌধুরী**

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ
শকুনিস্তস্য শাখা।

দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা
ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধো
ভীমসেনোঽস্য শাখ

মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্দে মূলং কৃষ্ণো
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

ভূমিকা

যা আমাদের গর্ব তাই আমাদের লজ্জা।

সমস্ত ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই নাটককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যে বহুকাল ধরে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা চলে এসেছে, এ অবশ্য আমাদের গর্বের বিষয়, কিন্তু সেই সঙ্গে লজ্জার কথা এই যে যথার্থ মর্যাদা দাবী করবার মত নাটকের দেখা আমরা পাই না বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তাঁর নাটকের জাতই ভিন্ন। আমাদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মাপে তা তৈরী নয়। আকাশের কলহংসকে পাতি-হাঁসের পুকুরে ছাড়ার মত জোর করে তাকে এ মঞ্চের মানানসই করতে যাওয়ার করুণ প্রহসন আমরা অনেকবারই দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার হিসাবে শুধু দু'জনের নামই মনে পড়ে। এক গিরীশচন্দ্র, আর দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁরা দু'জন বাদে আর যাঁরা আছেন তাঁদের কৃতিত্ব শুধু এই বলা যেতে পারে যে রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপ তাঁরা নিভতে দেননি। কোনরকমে সেখানে সন্ধ্যের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন মাত্র। ভয়েই বলি আর নির্ভয়েই বলি এই রূঢ় সত্য কথাটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাংলাদেশের মত সাহিত্যের অন্য বিভাগের সঙ্গে নাটকের এমন একটা আকাশ-পাতাল তফাৎ আর কোন দেশে বিরল। রঙ্গমঞ্চ আমাদের অনেকদিন থেকেই অচল থেকে সচল হয়ে ঘুরছে, কিন্তু, তার সব ঘোরাঘুরি স্থির নির্দিষ্ট ক'টি মামুলি ধারণাকে কেন্দ্র করে। গিরীশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'র চেয়ে দর্শকের মর্মস্পর্শ করবার মত কোন নতুন রাস্তা সে খুঁজে বার করেনি, 'আবুহোসেনে'র কি 'আলিবাবা'র স্বতঃস্ফূর্ততায় পৌছবার পথ গুলিয়েই ফেলেছে নিজের ঘূর্ণিতে

ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাইরে ইতিহাসকে উত্তেজনায় উদ্বেল করে তোলার ভাষা বা ভঙ্গি খোঁজার কথাই ভাবেনি।

অগ্রগতির বদলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই নিষ্ফল আবর্তনের জন্যে কে বা কারা দায়ী সে তর্কের তিক্ততায় যেতে চাই না। দোষ যারই সাব্যস্ত হোক তাতে আমাদের জাতিগত লজ্জার লাঘব হয় না। কারণ সত্য কথাটা এই যে আর সব চাকা যত সচল মজবুতই হোক না কেন নাট্য শিল্পের দিকটা দুর্বল হলে জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির রথ খোঁড়াতে বাধ্য। নাটককে বাদ দিয়ে সাহিত্যের রূপ পূর্ণ হয় না। শুধু তাই নয় বিনা আরশিতে যেমন মেয়েদের যথার্থ প্রসাধন সম্ভব নয়, রঙ্গমঞ্চের আয়না না থাকলে জাতিরও তাই। এ আয়নায় শুধু নিজেদের বাইরের স্বরূপই আমাদের দেখায়, তা নয়, ভেতরের চেহারাও ধরিয়ে দিয়ে বর্তমানের ব্যাধি, বিকার, গ্লানি থেকে ভবিষ্যতের মুক্তির ইঙ্গিত দেয়।

পেশা যেখানে পেছপাও সেখানে নেশাই আমাদের ভরসা। নাট্যশালা যে সব দেশে জীবন্ত ও সজাগ সেখানেও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের পেছনে সখের দলের সাধনাই প্রগতির প্রেরণা জুগিয়ে যায়। আমাদের দেশেও সুখের ও আশার কথা এই যে সেরকম স্বধর্মনিষ্ঠ সখের দলের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। সাধারণ জীবন-ধর্মেই অথর্ব জরাগ্রস্ত মঞ্চের জায়গা এরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দখল করবে।

কিন্তু পেশাদারদের সঙ্গে সখের দলের একটি সমস্যা সংক্রান্ত মিল আছে। নতুন নাটক কারুর কাছেই নেই। পেশাদারদের নতুন নাটক নেই, তারা চেনেনাও চায় না বলে। আর সখের দলের নেই কারণ তারা পায় না। নাট্যকলার সব বিভাগে আশ্চর্য শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েও সখের দলেরা তাই সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারছে না।

নতুন নাটকের জন্যে যখন আকুল হয়ে আছি তখন হঠাৎ একটি রচনা পড়ে অবাক শুধু নয় একটু বিমূঢ়ই হলাম। যেখানে নতুনত্ব খুঁজছি সেখানে যা পেলাম তা বুঝি একেবারে পুরানো। পুরানো, মানুষের আদি ও অনন্ত প্রাণধর্মের মত, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিন্যাসে যে সব মূল প্রেরণার

সচল সামঞ্জস্যের আমরা সন্ধানী, পুরানো তারই মত। এমন পুরানো যে চিরন্তন কি চির নতুনই তার যথার্থ নাম।

নাটকের নামও 'ধৃতরাষ্ট্র', লেখক ধনঞ্জয় বৈরাগী।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর কোন নাটক আগে কখনও পড়েছি বলে মনে হয় না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পড়বার পর রসিকজন তাঁর ভাবী লেখা সম্বন্ধে যে কৌতূহলী হয়ে থাকবেন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় আমার অন্ততঃ নেই।

'ধৃতরাষ্ট্র' কোন শ্রেণীর কি উৎকর্ষের নাটক, তার বিচার দর্শক সমাজের রায়ের অপেক্ষায় আপাততঃ স্থগিত রেখেও এটুকু বলা উচিত যে নাট্য-রচনা-পদ্ধতিতে এ নাটকে নব যুগের উজ্জ্বল সূচনা সুস্পষ্ট।

'ধৃতরাষ্ট্র' একদিকে বাস্তবধর্মী আর একদিকে রূপক। একদিকে একালের বাংলাদেশ তার পটভূমিকা আর একদিকে তা সর্বকালের ও সর্বদেশের।

'ধৃতরাষ্ট্রে'র সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তার বিন্যাস-কৌশলে। এ নাটকে ঘটনার গতি আছে, কিন্তু যা ঘটছে তার চেয়ে যা ঘটে আছে তারই সুনিপুণ উন্মোচন আমাদের উদগ্রীব করে রাখে।

প্রথম নাটকেই এই নৈপুণ্য যিনি দেখিয়েছেন বাংলার নাট্য জগত আরো বড় দাবী তাঁর কাছে অনায়াসে পেশ করতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রথম অঙ্ক

বসবার ঘর, সমস্ত মঞ্চ জোড়া। পেছনের দেয়ালে জানালা। পাশের দরজা দিয়ে যাওয়া যায় রেলিঙ দেওয়া বারান্দায়, যার পেছনে বাগান। মঞ্চের বাঁদিকে দরজা দুটি। একটি গেছে ছোট ঘরে, অপরটি দিয়ে বেরুলে নীচে যাবার সিঁড়ি। ডানদিকের দরজা বাড়ীর ভিতরে যাবার জন্য। ঘর সাজানোর মধ্যে কোন রুচির পরিচয় নেই। মঞ্চের বাঁদিকে (অভিনেতার) বড় ও ছোট দামী সোফার সঙ্গে সেই ধরনের গোল টেবিল। মঞ্চের ডানদিকে আরাম কেদারা, পাশের দেয়ালে লাগানো ছোট টেবিল, তার উপর টেলিফোন, বুক সেল্‌ফে কিছু বই, টেবিলল্যাম্প, কাঠের চেয়ারে বসে কাজ করা যায়। দেয়ালে টাঙানো একটি বড় ক্যালেণ্ডার যাতে শুধু তারিখ আর দিন লেখা থাকে, রোজ বদলাতে হয়। কয়েকটা ছবি, যার মধ্যে দু'একজন দেশ নেতা আছেন। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঘরটি দেখলেই যাতে মনে হয়, পুরোণ আমলের ও হালফ্যাসানের রুচিহীন সংমিশ্রন ঘটেছে।

পর্দা ওঠার পর দেখা যাবে, আরাম কেদারায় বসে ধীরাজবাবু খুব মন দিয়ে অজয়ের বই পড়া শুনছেন। ধীরাজবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি। সাদা চুল, চোখে কালো চশমা, দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ, প্রায় দেখতে পান না বল্লেই হয়। অজয় যুবক, বছর পঁচিশ বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ। পরনে ধুতির ওপর রঙীন শার্ট, সে পড়ছে কমলাকান্তের দপ্তর।

অন্যদিকে সোফায় বসে ধীরাজবাবুর বড় ছেলে স্বরূপ দাড়ী কামাচ্ছে, সামনে টেবিলে আয়না। কাঁধের ওপর তোয়ালে চাপা। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ।

অজয়—[আবেগ ভরা গলায়] আমি নিতান্ত একা, একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা মাতৃহীন, মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি, আমি এই

কাল সমুদ্রে মাতৃ সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা, কই মা আমার? কোথা কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোরা কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গ সঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃন্ময়ী—এই মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত রত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।

[ধীরাজবাবু অধীর আগ্রহে এই অবধি শুনে নিজে হাত জোড় করে মুখস্থ বলে যান]

ধীরাজ—কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম—সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্বার্থ সাধিকে! অসংখ্য সন্তান কুল পালিকে! ধর্ম, অর্থ, সুখ দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এস মা, গৃহে এস। যাহার ছয় কোটি সন্তান, তাহার ভাবনা কি?

[ধীরাজবাবু আবৃত্তি শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন, চোখের জল মুছে গলা পরিষ্কার করে কথা বলেন]

ধীরাজ—দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজরাজত্বে সেদিন যে বাঙালী বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল তা এই সব লেখা পড়ে। তখন যে আগুন আমরা জ্বালিয়ে ছিলাম ক'জন বাঙালী মিলে, তাই ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত দেশে দেশবাসীর মনে। তারই ভয়ে ইংরেজ পালাল, যদিও সে অনেক দিন পরে।

অজয়—ধ্রুবর মুখে আপনাদের এসব কথা অনেক শুনেছি। কি দুঃসাহসিক জীবন, সত্যি শুনতে শুনতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

স্বরূপ—বাবাকে ওটা কি পড়ে শোনাচ্ছিলে অজয়? পড়েছি পড়েছি মনে হচ্ছে, ধরতে পারলাম না—

অজয়—আমার দুর্গোৎসব—

স্বরূপ—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর এরকম ভাষায় কে লিখবে? (মুখটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে) বাবা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে রোজই ভুলে যাচ্ছি।

ধীরাজ—কি কথা খোকা?

স্বরূপ—কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে তো তোমার যথেষ্ট আলাপ আছে?

ধীরাজ—কোন কমলাক্ষর কথা বলছ, হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর তো?

স্বরূপ—(হেসে) হ্যাঁ, উনি এখন দিল্লীতে খুব বড় 'পোষ্টে' আছেন।

ধীরাজ—তাই নাকি? বড় ভাল লোক। অনেকদিন আমরা এক সঙ্গে জেলে ছিলাম। ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে নাকি?

স্বরূপ—এবার দিল্লী গিয়ে হ'ল। এমন একটা বাজে ঝামেলায় পড়েছিলাম।

ধীরাজ—দরকার থাকে তো বলো, ওকে আমি একটা চিঠি লিখে দেব।

স্বরূপ—আমিও তোমাকে তাই বলব ভাবছিলাম। মস্ত বড় একটা টেণ্ডার বেরুচ্ছে। আমার রেট্ খুবই 'কম্পিটিটিভ'। উনি একটু 'রেকমেণ্ড' করে দিলে হয়ে যায় আর কি।

ধীরাজ—বেশ তো, আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিও।

স্বরূপ—বেলা হল, চানটা সেরে আসি। [প্রস্থান]

ধীরাজ—জান অজয়, আমাদের বিপ্লবী দলে সবাই বড় খাঁটি লোক ছিল। আমরা শিক্ষাই পেয়েছিলাম মানুষকে আপন করে নিতে।

অজয়—আপনাদের সময়টা ছিল বিপ্লবের স্বর্ণযুগ। তরুণদের মন তখন আগুনে ভরা।

ধীরাজ—সত্যিই তাই। আমার কথাই ভাব না। মাঠে খেলা দেখতে যাব, চৌরঙ্গী ক্রশ করছি, এমন সময় এক খোঁড়া বসন্ত চাটুজ্যের গাড়ীর সামনে দাড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে লাগল, একটা পয়সা বাবু—বসন্ত চাটুজ্যে গালাগাল দিয়ে বল্লেন, হাট্ যাও, উল্লু কাঁহাকা। অম্নি বল্লে বিশ্বাস করবে না, ভিক্ষুকটি পিস্তল বার করে চেঁচিয়ে উঠল, I murder Basanta Chatterji for his crime against the country, তার পরেই, গুড়ুম গুড়ুম—

সেই সময় থেকেই বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। একদিকে দেশের ডাক, আর একদিকে বাপ মা সংসারের আকর্ষণ। সেই রাত্রেই নিষ্পত্তি করে ফেল্লাম, যোগ দিলাম বিপ্লবী দলে।

[শান্তা গেলাসে করে দুধ নিয়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে আসে, বছর আঠার বয়স। পরনে ডুরে তাঁতের শাড়ী, চেহারায় বেশ একটা শান্তশ্রী আছে]

শান্তা—জ্যাঠামণি, দুধ এনেছি। খেয়ে নাও—

ধীরাজ—[কথার সূত্র ছিঁড়ে যাওয়ায় অন্যমনস্ক ভাবে] দুধ এখন! পরে বরং এক সময়—

শান্তা—মা গরম করে পাঠিয়ে দিলেন, রোজ তো এই সময়ই খাও।

ধীরাজ—(দুধ হাতে নিয়ে মৃদু হেসে) তবে দাও।

শান্তা—অজয়দা! আপনি আজ এখানে খেয়ে যাবেন।

অজয়—(হেসে) সেতো আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি।

শান্তা—মা আপনাদের দুই বন্ধুকে আজ পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়াবেন।

ধীরাজ—(ব্যস্তভাবে) ধ্রুব কটার সময় আসছে, স্টেশনে গাড়ী যাবে। শান্তা, একবার স্বরূপকে জিজ্ঞেস করিস তো, সব ব্যবস্থা করেছে কিনা—

অজয়—ওর পরীক্ষা তো সামনের মাসে, হঠাৎ এখন আসছে?

ধীরাজ—ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয় কিছু বই-টই কেনবার আছে।

শান্তা—জ্যাঠামণি, গেলাসটা দাও, নিয়ে যাই।

ধীরাজ—(দুধে শেষ চুমুক দিয়ে) অজয়কে চা দিয়েছিস?

শান্তা—বৌদি নিম্‌কি ভাজছে, হলে ডেকে নিয়ে যাব।

[শান্তা গেলাস নিয়ে ডান দিকের দরজা দিয়ে চলে যায়]

ধীরাজ—শান্তা চলে গেছে?

অজয়—হ্যাঁ।

ধীরাজ—বড় ভাল মেয়ে। মনটা পেয়েছে বাপের মত।

অজয়—বাবার কথা শান্তা কিছুই বলে না। কিন্তু দেখেছি ওঁর কথা উঠলে শান্তা অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ধীরাজ—শঙ্কর আমাদের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। বিয়াল্লিশের বিপ্লবের সময় ও আমাদের সঙ্গে কাজ করে। মেদিনীপুরে তখন খুব গোলমাল চল্‌ছে। রেলের লাইন তুলে ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, ইংরেজের দপ্তরে আগুন লাগানো—

[বাইরে বিনয়বাবুর গলার আওয়াজ শোনা যায়,—
দাদা কই ? ওপরে নাকি ?]

ধীরাজ—বিনয় এসেছে, নিয়ে এস তো অজয়।

[অজয় দরজা পর্যন্ত যাবার আগেই বিনয়বাবুর সিঁড়ির দরজা দিয়ে প্রবেশ। কাঁচাপাকা চুল, শক্ত শরীর। খদ্দরের ধুতি ফতুয়া, অজয় চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মোড়া নিয়ে বসে। তার মধ্যে কথা চলে]

বিনয়—দাদা, আজ কেমন আছ ?

ধীরাজ—ভালই।

বিনয়—ধ্রুবর তো আজ আসার কথা।

ধীরাজ—হ্যাঁ। সকালের গাড়ীতেই আসবে।

বিনয়—(হেসে) শান্তামার কি খবর, স্টেশনে যাচ্ছে নিশ্চয় ?

ধীরাজ—কারা যাচ্ছে তো জানি না, অজয় তুমি—

অজয়—স্বরূপদা বলেছিলেন কাজে কোথায় গাড়ী গেছে, সেখান থেকে স্টেশনে চলে যাবে।

বিনয়—ধ্রুবর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। আগে তো খুব বল্‌তো চাষচাস করবে—

অজয়—ওর তাই ইচ্ছে, কোঅপারেটিভ এগ্রিক্যালচার ফার্ম করবার।

বিনয়—করতে পারলে খুব ভাল, বিদেশে এ ধরনের কত বড় বড় ফার্ম আছে। পাশটা করে নিক, তারপর দেখি গভর্নমেণ্টেরও অনেক রকম স্কীম আছে। তোমার আর ভাবনা কি দাদা, দুটো ছেলেই মানুষ হয়ে গেল।

ধীরাজ—তা বলতে পার বিনয়—স্বরূপ ব্যবসা সুরু করেছিল আমি তখন জেলে। ওর মামারা প্রথম দিকে কিছু সাহায্য করেছিলেন, তা ছাড়া ও সবই নিজের বুদ্ধিতে করেছে।

বিনয়—তা ঠিক, তবে স্বাধীনতার পর তোমার সঙ্গে সরকারী মহলের যোগাযোগ থাকার জন্যই তো ওর ব্যবসার কাজেও সুবিধে হল। তা না হলে কি আর এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত? তবে ধ্রুবর কথা আলাদা, শিক্ষায় দীক্ষায় ও দশের মধ্যে একজন হবে।

ধীরাজ—ধ্রুবর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস বিনয়, ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, যা বলে তা সে করেই। (একটু থেমে) শান্তার সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। বুড়ো হচ্ছি তো, কবে আছি কবে নেই।

বিনয়—ওসব বাজে কথা রাখো। সামনের বছর ধ্রুবর বিয়ে আমরা সবাই মিলে খুব ধুমধাম করে দেব। তারপর দু'বুড়োয় মিলে না হয় কিছুদিন ধর্ম-কর্ম করা যাবে।

[মলয়া ব্যস্ত হয়ে ডান দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। বেঁটে গোলগাল, ফর্সা। মুখে হাসিখুসী ভাব। মাথায় অল্প ঘোমটা। দূর থেকেই, "অজয় ঠাকুরপো, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল" বল্‌তে বল্‌তে মলয়া ঘরে ঢুকে, ধীরাজবাবু ও বিনয়বাবুকে দেখে জীব কেটে হেসে মাথায় ঘোমটা বেশী করে টেনে হাতছানি দিয়ে অজয়কে ডাকে। অজয় উঠে যায়]

বিনয়—বৌমার সব খবর ভাল ?

মলয়া—(মাথা নেড়ে সায় দিয়ে) আপনি কখন এলেন কাকাবাবু ?

ধীরাজ—বৌমা, বিনয়ের জন্যেও একটু চা পাঠিয়ে দিও। গল্প করতে করতে খবর পাঠাতে ভুলেই গেছি।

বিনয়—(ব্যস্ত হয়ে) না না, আমি চা খাব না। বেড়াতে বেরিয়েছি, তাই ভাবলাম তোমায় একবার জিজ্ঞেস করে যাই যদি বেরোতে চাও।

ধীরাজ—তা যেতে পারি, আধ ঘণ্টা না হয় ঘুরে আসব। বৌমা, ধ্রুব ক'টার সময় আসবে

মলয়া—ট্রেন আসছে এগারোটায়। এখনও তো ন'টা বাজেনি।

ধীরাজ—তাহলে তুমি আমার চাদরটা দিয়ে যাও। আমি বরং ঘুরেই আসি।

মলয়া—নিয়ে আসছি।

[মলয়া ও অজয়ের বাড়ীর ভিতর প্রস্থান]

বিনয়—এবার ইলেকসানে দাঁড়ান নিয়ে বেশ গোলমাল চল্ছে।

ধীরাজ—আবার কি হোল ?

বিনয়—নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি আর কি। বল্ছে আমাকে এবার টিকিট দেবে না।

ধীরাজ—তোমার অপরাধ ?

বিনয়—পার্টির আদেশ অমান্য করেছি। জানই তো, ইলেকসানের সময় পার্টি থেকে কত রকম ফতোয়া জারি করেছিল। অথচ পরে তা নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাল না। আমি কি করে মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করি বল। তাই অনেক সময় হয়ত এ্যাসেম্বলীতে কথা বলতে হয়েছে, যা পার্টির শেখানো বুলি নয়। তাই আমার ওপর রাগ।

ধীরাজ—তুমিতো অন্যায় কিছু করোনি।

বিনয়—অন্যায় মানে ? যারা আমাকে ভোট দিয়ে 'এ্যাসেম্বলী'তে পাঠাল, তাদের সুখ সুবিধে দেখবার অধিকার আমার নেই ? পার্টির শাসন মানতে গিয়ে যদি ন্যায়ের পথ ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে আর দেশ সেবার নাম করে গদী আঁকড়ে বসে থেকে লাভ কি ?

ধীরাজ—তাহলে কি করবে ঠিক করেছ ?

বিনয়—দেখি শেষ পর্যন্ত। যদি এরা আমায় অন্যায় করে ইলেকশানের টিকিট না দেয়, তাহলে আমি নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসেবে নিজেই দাঁড়াব। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেব পার্টির এ কত বড় অন্যায়।

ধীরাজ—একলা দাঁড়ান সোজা কথা নয় বিনয়। ভেবে-চিন্তে কাজ কোরো। অনেক টাকা খরচ।

বিনয়—তাই বলে তো অন্যায়-এর সঙ্গে আপোষ করে থাকতে পারব না।

[মলয়া চাদর ও লাঠি ধীরাজবাবুর কাছে এনে দেয়, ধীরাজবাবু লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ান]

ধীরাজ—আপোষ করতে তো বলিনি। তবে একদল ছেড়ে আর এক দলে যোগ দেওয়া, কিংবা নিরপেক্ষভাবে একা দাঁড়ান—সে যাই বল এও এক ধরনের ভাঙ্গাই। গড়া নয়। এখন আমাদের বয়স হয়েছে, গড়ার কাজে মন দেওয়াই ভাল।

বিনয়—দাদা, তুমি একেবারে ফুরিয়ে গেছ। ঝামেলার মধ্যে তাই যেতে চাও না। আমার মধ্যে কিন্তু সেই অনুশীলন সমিতির আগুন এখনও নেভেনি।

ধীরাজ—ভাল করে ভেবে কাজ কোরো। আমি আর কি বলবো।

[দুজনের সিঁড়ির দরজা দিয়ে প্রস্থান। মলয়া মোড়াটি যথাস্থানে রাখে। চেয়ার টেবিলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। বইগুলো শেল্‌ফে গুছিয়ে রাখে। সতী পেছনের ছোট ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢোকেন। বয়স চল্লিশের উপর। ভারী শরীর, পরনে থান]

সতী—বৌমা, তুমি স্টেশনে ধ্রুবকে আনতে যাবে?

মলয়া—জানি না। আমায় তো কেউ বলেনি।

সতী—তুমি গেলে শান্তাও তোমার সঙ্গে যাবে।

মলয়া—উনি আসুন, জিজ্ঞেস করে দেখি। বাবাতো কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলেন।

সতী—স্বরূপ আসুক। ওকেই জিজ্ঞেস করো। (একটু থেমে) ঠাকুরকে বল্লাম মাছের মুড়ো দিয়ে ঝাল রাঁধতে।

মলয়া—হ্যাঁ, ঠাকুরপো রুইমাছের মুড়োর ঝাল খেতে খুব ভালবাসে।

[বাড়ীর ভিতর থেকে অজয়ের প্রবেশ]

অজয়—কার জন্যে মুড়োর ঝাল রান্না হচ্ছে শুনি?

মলয়া—(আঁচল দিয়ে হাসি চেপে) এইরে, অজয় ঠাকুরপোর কানে গেছে। আর আপনার রক্ষে নেই কাকীমা।

অজয়—আমি সব শুনতে পেয়েছি, ধ্রুবর পাতে মাছের মুড়ো দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আগে থেকে বলে দিচ্ছি আমার পাতে যদি এক সাইজের মুড়ো না পড়ে তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধাব।

সতী—তোমার দেওরের কথা শুনছতো বৌমা, তাহলে ওর জন্যে যে 'স্পেশাল' ল্যাজাখানা রেখেছিলাম, তা আর দিও না, বরং—

অজয়—কাকীমা, ল্যাজার লোভ দেখালে কি হবে, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি।

মলয়া—কাকীমাতো ঠিকই বলেছেন, ল্যাজা খায় যে রাজা হয় সে।

অজয়—(ভয় পাবার ভান করে) ওরে বাবা, আজকের দিনে রাজা হতে আমি মোটেই চাই না। তার চেয়ে মন্ত্রী হওয়া ঢের ভাল। তবু দু পয়সা কামিয়ে নিতে পারব।

সতী—তা হয়ত পারবে, কিন্তু মুস্কিল হবে বিয়েব বেলায়।

অজয়—কেন ?

সতী—রাজকন্যারা তো আর মন্ত্রীর গলায় মালা দেবে না।

অজয়—কাকীমা, আপনি একেবারে মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন। রাজ-কন্যাদের এখন বড়ই দুরবস্থা, রাজপুত্র ছেড়ে কোন পুত্রই যোগাড় করতে পারছে না।

সতী—তার মানে ?

অজয়—আজকাল ছেলেরা সব চালাক হয়ে গেছে, হাতী পুষতে নারাজ। বিয়ের বাজারে এখন রাজকন্যার চেয়ে 'ফিল্মিক্‌কন্যা'র দাম বেশী।

মলয়া—(হাসতে হাসতে) অজয় ঠাকুরপো যা মজার কথা বলতে পারে, পেটে খিল ধরিয়ে দেয়।

[বাড়ীর ভিতর থেকে শান্তার প্রবেশ]

শান্তা—মা, তোমায় ঠাকুর ডাকছে, চচ্চড়ির আনাজ বোধ হয় আলাদা করে দিয়ে আসনি।

সতী—তাই তো, ওবেলার সঙ্গে না আবার মিশিয়ে ফেলে। যাই দেখিগে—

[সতীর বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান]

অজয়—বৌদি বলুনতো, শান্তার মনের মধ্যে এখন কি হচ্ছে ?

শান্তা—কি আবার হবে !

অজয়—(ভয় পাবার ভান করে) আমি কি করে বল্‌ব, তবে কবিরা বলেন দূর থেকে প্রিয়জন যখন ফেরে—

শান্তা—থাক্‌, আপনাকে আর কবির ব্যাখ্যা করতে হবে না।

মলয়া—না, না, বল না ঠাকুরপো কি বল্‌ছিলে ?

অজয়—বল্‌তে দিচ্ছে কই ? (গলায় ভাব দিয়ে) আলুলায়িত কেশে বিরহিনী প্রিয়া বসে আছে বাতায়নে। আকাশে মেঘ, যেন নবজলধর শ্যাম, দূরে একটি পাখী, কি বলতে চায় সে—

শান্তা—(হেসে) সে বল্‌তে চায় অজয়দাকে 'যাত্রা' দলে সখী সাজতে।

[মলয়া জোরে হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে বলে]

মলয়া—তার পর, তার পর কি হোল বল না—

শান্তা—আঃ বৌদি, অজয়দাকে আর আস্কারা দিও না। পাগল করে দেবে—

মলয়া—বেশ সুন্দর তো বল্‌ছে। কিন্তু বিরহিনী কেন বল্লে ঠাকুরপো, আমি একটা বই পড়েছিলাম তার নামতো ছিল বনহরিণী।

অজয়—আপনি একটা 'জিনিয়াস', বিরহিনীকে বনহরিণী করে দিয়েছেন।

মলয়া—সত্যি কিন্তু জান—আমার যে পিস্‌তুতো ভাই-এর কথা বলি না, হ্যাঁ সেই ব্রজদুলাল—অনেক গল্পটল্প লেখে, নাম দেবার আগে সব সময় আমায় জিজ্ঞেস করে।

শান্তা—আবার সেই ব্রজদুলাল ?

অজয়—তাই নাকি ? তাহলে আপনিও তো হাফ্‌ সাহিত্যিক।

মলয়া—সে জান না বুঝি ? ব্রজদুলাল তার একটা গল্পের নাম দিয়েছিল কি যেন ভুলে গেলাম, 'র' দিয়ে আরম্ভটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রঙীন পরী—আচ্ছা বল তো ভাই, এর কোন মানে হয় ? সবাই তো হেসেই খুন। আমি বদ্‌লে তার নাম দিলাম পরিণীতা—

অজয়—(সবিস্ময়ে) সত্যি ?

মলয়া—হ্যাঁ, ওই নামে একটা সিনেমা দেখেছিলাম কিনা—

অজয়—তাহলে আমারও দু'একটা লেখার নাম আপনার কাছ থেকে নেব।

মলয়া—(হেসে) আমি কিন্তু এক্ষুনি একটা দিতে পারি।

অজয়—সেকি, লেখাটা না পড়েই ?

মলয়া—তাতে কি হয়েছে, খুব সুন্দর নাম।

অজয়—কি ? শুনি।

মলয়া—'সোনার তরী'। কি রকম, ভাল না ?

অজয়—খুব ভাল নাম এটাও, সিনেমা থেকে নাকি ?

মলয়া—না, ঠাকুরপোর কাছে একটা বই ছিল।

[ভেতরে থেকে সতী চেঁচিয়ে ডাকেন, 'বৌমা'
মলয়া আসি বলে সাড়া দেয়]

মলয়া—না, ঠাকুরপোর কাছে একটা বই ছিল।

[মলয়া ভিতরে চলে গেলে অজয় সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলে]

অজয়—খুব সরল।—

শান্তা—কিন্তু বড় ছেলেমানুষ। বৌদিকে নিয়ে এমন মুস্কিল, কোন জিনিসের যদি মাত্রাজ্ঞান থাকে।

অজয়—যাই বল মনটা বেশ ভাল।

শান্তা—সে তো একশ'বার সত্যি। নিজের এতটুকু দেমাক নেই। কত বড়লোকের মেয়ে, অথচ কাউকে বুঝতে দেয় না। নিজের শাড়ী, গয়না, সবই তো আমায় পরিয়ে দেয়। কিন্তু ওই যে বল্লাম, ভারী ছেলেমানুষ।

অজয়— ছেলেমানুয তো কি হয়েছে ?

শান্তা—স্বরূপদাকে ও বুঝতে পারে না। স্বরূপদা যা চায় বৌদি ঠিক তার উল্টো কাজ করে বসে। কতদিন বৌদিকে বলেছি যে একটু আজকালকার ধরনের সাজগোজ কর। স্বরূপদার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশো, পার্টিতে যাও, একটা কথাও যদি শোনে। সেই পাতা কেটে চুল আঁচড়াবে, জ্যাবড়া করে গয়না

পরবে। আর একলা স্বরূপদার সঙ্গে বেরবে না। বল্লে পরে হেসে অস্থির, ওদের বাপের বাড়ীতে নাকি এ-সবের চল নেই।

অজয়—বৌদিকে তো দোষ দিলে চলে না শান্তা, একরকম ভাবে মানুষ হয়ে আরেকটা জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক সময় লাগে। সে ভাবে তৈরী করে নিতে এক স্বরূপদাই পারে, তুমি আমি বল্লে তো হবে না।

শান্তা—স্বরূপদা কি ধরনের মানুষ তাতো জানেন। একটা কথাও পরিষ্কার করে বলে না। অথচ সব কিছু মনের মত হওয়া চাই। বেচারী বৌদি, মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কত চেষ্টা করে তবু স্বরূপদার মন পায় না। হয়ত একটা ওদের মত বনেদী বাড়ীতে বিয়ে হলে অনেক সুখী হত।

অজয়—ওরা কি সুখী নয়?

শান্তা—(থতমত খেয়ে) সে কথা বলিনি। (একটু থেমে) আজকে পড়াবেন না?

অজয়—কি পড়বে? আমি তো ভেবেছিলাম আজ ধ্রুব আসছে, এবার আমার ছুটি।

শান্তা—ও তো ক'দিন থেকেই চলে যাবে! যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ।

অজয়—এই দু'বছরের মধ্যে তোমাদের পরিবারের সঙ্গে কি রকম নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল।

শান্তা—সত্যি, আপনি না থাকলে জ্যাঠামণির বড় অসুবিধে হত। ও তো বেশীরভাগ সময়ই জ্যাঠামণির কাছে থাকতো কিনা।

অজয়—হা, আমার কোন অসুবিধা ছিল না। ছেলে পড়িয়েও হাতে অনেক সময় থাকতো। তাই সকাল সন্ধ্যা এসেছি। তারপর আবার জ্যাঠামনি তোমার পড়ার ভার নিতে বললেন।

শান্তা—ধ্রুবদা চিঠিতে লিখেছিল, আপনার কাছে পড়লে চেষ্টা করেও আমি নাকি খারাপ রেজাল্ট করতে পারব না। কলেজে তো আপনি বরাবর ফার্ষ্ট হতেন, না?

অজয়—ধ্রুবও খুব ভাল ছাত্র ছিল। শুধু একজামিনের পড়া নয়, ওর বাইরের

জ্ঞানও ছিল প্রচুর। সব কিছু নিজের চিন্তা দিয়ে বিচার করে দেখত, এ আমি খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি।

শান্তা—ছোটবেলা থেকেই দেখ্‌ছি ও ভীষণ Matured ; ঠিক সাধারণের মত নয়।

অজয়—ধ্রুবর মত খাঁটি মানুষকে নিজের করে পাওয়া, সত্যিই ভাগ্যের কথা।

[চোখের জল সাম্‌লে নেবার জন্যে শান্তা ঘুরে দাঁড়ায়। অজয় বুঝতে পেরে বলে]

অজয়—তুমি যাও শান্তা, বই বার কর। যা হয় একটু পড়া যাবে।

শান্তা—কি বই ? Economics ?

অজয়—বেশ, তাই চল।

[শান্তা ও অজয় কথা বলতে বলতে বাড়ীর ভিতরে চলে যায়। স্বরূপ ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে একদৃষ্টে এদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকায়। পরনে প্যাণ্ট সার্ট, গলায় টাই, বা কাঁধে কোট ঝোলান। সোজা এগিয়ে এসে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা বড় খাতা বের করে তাড়াতাড়ি চোখ বোলায়। মলয়া অন্যমনস্ক হয়ে ঘরে ঢোকে, সে ভেবেছিল অজয় ও শান্তা এখনও এঘরে আছে, তাই জোরে বল্‌তে বল্‌তে আসে।]

মলয়া—অজয় ঠাকুরপো, আর একটা নাম মনে পড়েছে।

স্বরূপ—(গম্ভীর গলায়) কি নাম ?

মলয়া—(স্বরূপকে দেখে থতমত খেয়ে, পরে হেসে) ওমা, তোমার চান হয়ে গেল ?

স্বরূপ—কি নাম বলছিলে ?

মলয়া—(হেসে) ও আমাদের কথা তুমি বুঝবে না।

স্বরূপ—(কঠিন স্বরে) কি কথা তাই শুনি না—

মলয়া—অজয় ঠাকুরপো বলছিল ওর লেখার জন্যে কতগুলো নাম ঠিক করে দিতে। আমি তো ব্রজদুলালের লেখার সব নাম দিয়ে দিই, তাই শুনে অজয় ঠাকুরপোও ধরেছে—

স্বরূপ—(বিরক্ত স্বরে) মানুষ ঠাট্টা করলেও বোঝ না, ভগবান কি এটুকু বুদ্ধিও তোমার মাথায় দেন নি ?

মলয়া—তুমি তো সারাক্ষণই ওরকম বল, অথচ সবাই কত সুখ্যাতি করলে, শান্তাও বলছিল—

স্বরূপ—কে কি বলছিল শুনতে চাই না। এঘরে তোমার কিছু দরকার আছে ?

মলয়া—(ঝাঁঝের সঙ্গে) আমার কি দরকার ! (দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে), ষ্টেশনে কখন যেতে হবে বল।

স্বরূপ—কচি খোকা আস্‌ছে নাকি, সবাইকে ষ্টেশনে যেতে হবে ?

মলয়া—কাকীমা বলছিলেন—

স্বরূপ—তাঁর জামাই আসছে, তিনি বুঝবেন। তোমার সব তাতে মাথা ঘামাতে হবে না।

মলয়া—(ভয় পেয়ে) তুমি কখন যে কি বল আমি তো বুঝতে পারি না।

স্বরূপ—চেষ্টা না করাই তো ভাল। গাড়ী চলে গেছে ধ্রুবকে আনতে।

মলয়া—পাঁচ জনের পাচ রকম মেজাজ, কতদিক যে সামলাবো।

[মলয়া রেগে ভেতরে চলে যায়, স্বরূপ গিয়ে সোফায় বসে। হাতের খাতা উল্টে দেখে, একটু পরে মতিবাবু ঘরে ঢোকেন। কোম্পানীর ম্যানেজার, সাধারণ প্যাণ্ট, সার্ট, গলাখোলা কোট। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, দরজার কাছ থেকে কথা বলেন।]

মতিবাবু—আসতে পারি স্যার—

স্বরূপ—আসুন।

মতিবাবু—(ভেতরে ঢুকে) আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

স্বরূপ—হ্যাঁ, বসুন। কার নাম সেদিন বলছিলেন ?

মতিবাবু—প্রভাত কাঞ্জিলাল।

স্বরূপ—বুঝতে পেরেছি। গত বছর পুজোর সময় যাকে নিয়েছিলাম—

মতিবাবু—হ্যাঁ স্যার। নিরীহ, গোবেচারা দেখতে। কিন্তু তার পেটে যে এরকম জিলিপির প্যাচ তা কে জানত। এরি মধ্যে ড্রাইভার, কুলি, বাবু,

সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। যাতা মিথ্যে কথা বলে, কারুর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। আমাদের তো শ্রাদ্ধ করছেই, আপনাকেও ছেড়ে কথা বলে না।

স্বরূপ—আশ্চর্য, লোকটা এল কোথা থেকে ?

মতিবাবু—আমি সমস্ত খবর নিইছি স্যার। 'পাষ্ট হিষ্ট্রি' খুব খারাপ, ছটি কোম্পানীকে ডকে তুলে এখানে এসেছে।

স্বরূপ—এবার থেকে লোক নেবার সময় সাবধান হতে হবে।

মতিবাবু—সে তো স্যার ভবিষ্যতের কথা। এখুনি একটা কিছু বিহিত না করতে করতে পারলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। একবার যদি পাকাপাকি ইউনিয়ন করে বসে, আমি বলে দিচ্ছি স্যার কোম্পানী একেবারে যাবে। একমাস অন্তর স্ট্রাইকের হুমকী দেবে, বছরে অন্ততঃ দু'বার কাজ বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া হাজার রকম ফ্যাকড়া তো লেগেই আছে। আমি স্যার ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই।

স্বরূপ—না, সে ভয় নেই। সবে বীজ পুঁতেছে, চারাও বের হয়নি, ওটা সরিয়ে ফেললেই হবে।

মতিবাবু—সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে খবরটা দিলাম স্যার, এসব ব্যাপারে আপনার মাথা বেশ পরিষ্কার।

স্বরূপ—প্রভাতকে বলবেন, আমি একবার দেখা করতে চাই।

মতিবাবু—আফিসেই দেখা করতে বল্‌ব।

স্বরূপ—(ভেবে নিয়ে) না, এখানেই আস্‌তে বলবেন।

মতিবাবু—ঠিক আসে স্যার, আমায় আর কিছু বলবেন ?

স্বরূপ—না, আপনি এখন যেতে পারেন।

[মতিবাবু সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গেলে স্বরূপ ডাকে]

স্বরূপ—মতিবাবু, আর একটা কথা—

মতিবাবু—ইয়েস্‌ স্যার।

স্বরূপ—ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন ছোটবাবুকে আনবার কথা—

মতিবাবু—হ্যাঁ, সে সব 'ইন্স্ট্রাক্সান' দেওয়া আছে।

স্বরূপ—আপনি যে খবরটা পেয়েছিলেন, সেটা ঠিক তো ?

মতিবাবু—হ্যাঁ স্যার। 'কম্প্লিট্‌লি রিলাই' করতে পারেন। কয়েকদিনের মধ্যে সাধুজীর কথা আপনাকে 'ডিটেলে' জানাব। আমি তাহলে এখন চলি স্যার।

[মতিবাবু নমস্কার করে চলে যান। চিন্তাশীল মুখে স্বরূপ বসে থাকে। শান্তা ঘরে ঢোকে। বুক সেল্‌ফ থেকে অল্প খুঁজে একটা মোটা বই বার করে উল্টে দেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, স্বরূপ ডাকে]

স্বরূপ—শান্তা।

শান্তা—(দূর থেকে) কি ?

স্বরূপ—এদিকে এস।

[শান্তা কাছে এসে দাঁড়ায়]

স্বরূপ—হাতে ওটা কি বই ?

শান্তা—'সঞ্চয়িতা'।

স্বরূপ—(বিদ্রূপ ভরে) তোমরাই সুখে আছ। আজ থেকে আবার তোমাদের পাঠচক্র বসবে নিশ্চয় ? অজয় তো আছেই তারপর ধ্রুব ফিরছে। কবিতা করেই জীবনটা কেটে যাবে, কি বল ?

শান্তা—কবিতার ওপর রাগ আপনার এখনও গেল না।

স্বরূপ—যাবেও না কোন দিন। আমাদের মত যাদের সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় তাদের কাছে ওসব বিলাসিতা। ছোটবেলা থেকে বাড়ীতে শুধু দেখলাম অভাব আর অভাব। অভিযোগ জানাবার লোক ছিল না, কারণ বাবা ঘুরে বেড়াতেন দেশের কাজে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছি, একটা লোকের সাহায্য পাইনি। আমাদের কাব্য করার সময় কোথায় বল ?

শান্তা—এ কথা আজ আমায় নতুন করে শোনাচ্ছেন কেন স্বরূপদা ?

স্বরূপ—শোনাচ্ছি নাতো, জিজ্ঞেস করলে, তাই বলছি। আমি সংসারের ভার নিয়েছিলাম বলেই তোমাদের 'আইডিয়াল' ধ্রুবদা সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকতে পেরেছিল। আমি কলেজ ছেড়ে ব্যবসা করতে সুরু করেছিলাম বলেই এতদিন পর্যন্ত সে রোজগারের কথা না ভেবে পড়াশুনা করতে পারছে।

শান্তা—তা তো আমরা সবাই জানি। সংসারের জন্যে আপনি কতখানি স্বার্থ ত্যাগ করেছেন—

স্বরূপ—আশ্চর্য, এটা বোঝ?

শান্তা—বুঝি না কোথায় দেখলেন?

স্বরূপ—এক এক সময় তাই মনে হয়। এ বাড়ীর সবাই ভাবে আমি বুঝি একটা টাকা রোজগার করবার মেশিন, আমারও যে একটা ইচ্ছে থাকতে পারে, একটা সখ থাকতে পারে তা কেউ বুঝতে চায় না।

শান্তা—বৌদির কথা বলছেন, ও বেচারী সত্যিই—

স্বরূপ—না, না, মলয়ার কথা আমি ভাবি না। ও আমার জীবনের একটা মস্ত বড় ভুল, ভাগ্যও বলতে পার।

শান্তা—কিন্তু স্বরূপদা, রাগ করবেন না; আপনিও বৌদিকে বোঝবার এতটুকু চেষ্টা করেননি।

স্বরূপ—ওসব বড় বড় উপন্যাসের কথা রাখো। যারা সাজিয়ে কথা বলে, তাদের কাছে বোল, বাহবা পাবে।

শান্তা—এ কথা কেন বলছেন?

স্বরূপ—কেন বলছি? তুমি, আমি, ধ্রুব একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, একসঙ্গে খেলাধুলো সবই করেছি, তখন আমার কথাই ছিল তোমাদের কাছে আদর্শ। তারপর দুটো ডিগ্রী নিয়ে, আর বড় বড় বই পড়ে, তর্ক করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে, as if তোমরা ইণ্টেলেকচ্যুয়ালস।

শান্তা—আমরা কখনও সে রকম ভাবিনি, আপনি বুঝতে পারছেন না—

স্বরূপ—এ সংসারে কে কাকে বুঝতে পারে শান্তা, যে যার নিজেরটুকু নিয়ে পড়ে থাকে। তোমার নিজের কথাই একবার ভাবো না—

শান্তা—(হাসবার চেষ্টা করে) আমি আবার কি করলাম ?

স্বরূপ—ধ্রুব তোমার চোখে যে চশমা পরিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে দিয়েই তো আমাদের সবাইকে দেখ্‌ছ, নিজের চোখে কি দেখেছ কোনদিন ?

শান্তা—চশমা লোকে দরকারের জন্যই পরে, তাতে তো ভালই দেখতে পায়।

স্বরূপ—(উত্তেজিত হয়ে) সে যাদের চোখ খারাপ, তাদের জন্যে। ভাল চোখে চশমা পরাটা আজকালকার ফ্যাসান, আর সেও আবার রঙীন কাঁচের চশমা—

শান্তা—আপনি কি হেঁয়ালী করছেন আমি বুঝতে পারছি না—

স্বরূপ—(উঠে কাছে গিয়ে) বুঝতে পারবেও না। তাই তো একটু আগে বলছিলাম কে আর কাকে বুঝতে চেষ্টা করে।

[স্বরূপ কোটটা তুলে নিয়ে দ্রুত পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

শান্তা—(দৃঢ়স্বরে) স্বরূপদা শুনে যান।

স্বরূপ—(চলে যেতে যেতে) আমার এখন সময় নেই, পরে কথা বলব।

[স্বরূপ বাইরে চলে গেলে শান্তা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সতী ঘরে ঢোকেন। বোঝা যায় স্বরূপ-এর উচ্চস্বরের কথাগুলো ওঁর কানে গেছে।]

সতী—হারে, স্বরূপ চলে গেল ?

শান্তা—হ্যাঁ।

সতী—কি হয়েছে বল্‌তো। বৌমাও বলছিল ও নাকি বিরক্ত হয়েছে।

[নীচের থেকে ধীরাজবাবুর গলার আওয়াজ।]

দ্যাখ তো, জ্যেঠামণি এলেন বোধহয়।

[শান্তা বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, ধীরাজবাবুর হাতটা কাঁধের ওপর নিয়ে একটু পরেই ঘরে ঢোকে।]

ধীরাজ—আজ বড় গরম। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ছি। কটা বাজলো ?

শান্তা—বেশ বেলা হয়েছে জ্যাঠামণি, প্রায় এগারোটা বাজে।

[শান্তার প্রস্থান]

ধীরাজ—ধ্রুবর গাড়ীতো এই সময়ই আসবার কথা।

সতী—হ্যাঁ।

ধীরাজ—(ইজিচেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে) বিনয় বলছিল, আর আমিও ভেবে দেখলাম আজ ধ্রুব এলে ওর সঙ্গে বিয়ের দিনটা পাকাপাকি করে নেব। আর তো ক'দিন বাদেই পরীক্ষা ; তার পরই, মনে কর এই সামনের অঘ্রাণ মাসে, ঐ মাসটা আমার বড় ভাল লাগে। পুজোর পর বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। যজ্ঞির ব্যবস্থা করতে হলে গরম কাল মোটেই ভাল নয়।

সতী—আপনি তা নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? ও ভাল করে পাশ করুক, তারপর সুবিধে মত—

ধীরাজ—না, না। আর দেরী নয়। আমার জীবনে ঐ একটি কাজই বাকী আছে। দেশের কাজ করব বলে যে মন্ত্র নিয়েছিলাম তা নিজের সাধ্যমত করেছি, ভগবানের কৃপায় ছেলেরাও মানুষ হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে একজনকে তোমাকে দিয়ে তোমার সংসারটা গড়ে দিতে পারলেই আমার ছুটি।

সতী—(চোখের জল মুছে) আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার তো কোন তুলনা হয় না।

ধীরাজ—ওকথা কেন বলছ মা ! যা করেছি সে তো আমার কর্ত্তব্য।

সতী—একি শুধু কর্ত্তব্য, আমাদের যে সম্পূর্ণ আপনার করে নিয়েছেন, শান্তাকে তার বাপের অভাব কোনদিন বুঝতে দেন নি।

ধীরাজ—আমার মনে যে কত বড় শঙ্কা ছিল। মেদিনীপুর থেকে শঙ্করের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে যেদিন তোমাদের বাড়ী খুঁজে বের করলাম, কি করে সে খবর দেব, কেমন করে বোঝাব এই চিন্তাতেই আকুল হয়ে ছিলাম। ছ' বছরের ছোট্ট মেয়ে শান্তা, বাবার খবরের জন্যে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল তখন কি বলব মা, মনে মনে ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দিতেই বাকী রেখেছিলাম। আশ্চর্য তোমার ধৈর্য, নীরবে সেই দুঃসংবাদ শুনলে, চোখের জল ধারার মত নেমে এল। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু উচ্ছ্বাস

নেই। শঙ্করের আত্মার উদ্দেশ্যে বলেছিলাম, ধন্য তুমি। ঘরে এমন বীরজায়া না থাকলে কি তুমি নিশ্চিন্ত মনে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারতে?

[সতীর চোখে অবিরল জলের ধারা নেমে আসে। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন]

সতী—উনি মানুষ চিনতে পারতেন। নিশ্চিন্ত হয়ে দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন শুধু আপনার উপর বিশ্বাস রেখে। এ বাড়ীতে এসে সত্যিকারের সংসারের স্বাদ পেলাম। দিদি আমাকে প্রথম দিন থেকে নিজের বোনের মত কাছে টেনে নিলেন।

ধীরাজ—সে ওর চিরকালের স্বভাব।

সতী—বড় সাধ ছিল শান্তাকে ধ্রুবর বউ করবেন। তাই সব কাজ নিজের হাতে শেখাতেন।

শান্তা—জ্যাঠামণি, মা, গাড়ী এসেছে। (পেছন দিকে মুখ করে) অজয় দা গাড়ী এসেছে।

[শান্তা ছুটে পেছনের দরজা দিয়ে বারান্দায় চলে যায়, সতী আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন, ধীরাজবাবু কাপড়ের খুঁটে নাক ঝাড়েন।]

শান্তা—(পেছনের দরজার কাছে সরে এসে) সঙ্গে একজন কে ভদ্রলোকও আসছেন মা। ধ্রুবদা কত রোগা হয়ে গেছে। ওমা, ধ্রুবদা তো বাক্স-টাক্স সবই নিয়ে এসেছে।

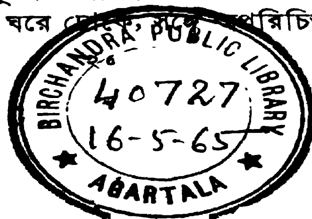
[অজয়ের প্রবেশ ভেতর থেকে]

অজয়—তাই নাকি, দেখে আসি [বাঁ দিকের দরজা দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়]

সতী—শান্তা, তোর বৌদিকে খবর দে।

শান্তা—বৌদি, এস, দাদাকে ডাকো। স্টেশন থেকে গাড়ী এসেছে।

[মলয়ার প্রবেশ। একটু পরে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ধ্রুবর পিঠের ওপর হাত রেখে অজয় ঘরে ঢোকে, সঙ্গে অপরিচিত ভদ্রলোক]



সতী—(শঙ্কিত কণ্ঠে) কি হয়েছে ?

[অজয় মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বলে ।]

ধীরাজ—কেউ কিছু বলছে না কেন, ধ্রুবর কি হয়েছে ? ঘরে কে আছ উত্তর দাও। ধ্রুব, ধ্রুব—

ভদ্রলোক—আমি বলছি। আপনি শান্ত হোন—

ধীরাজ—কে আপনি ?

[ইতিমধ্যে বাইরে থেকে স্বরূপের প্রবেশ]

ভদ্রলোক—আমি ধ্রুবদের কলেজের প্রফেসার ডক্টর লাহিড়ী।

ধীরাজ—বলুন, ধ্রুবর কি হয়েছে বলুন। ও কথা বলছে না কেন ?

[ধ্রুব এতক্ষণ ভ্যাবলার মত তাকিয়ে থাকে। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখে ; আস্তে আস্তে ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

লাহিড়ী—আপনারা সঙ্গে যান, ওকে একলা ছাড়বেন না।

[মেয়েদের সঙ্গে অজয়ের প্রস্থান]

স্বরূপ—বলুন ডক্টর লাহিড়ী, আমি ধ্রুবর দাদা। (নমস্কার বিনিময় করে) কি হয়েছে বলুন তো ?

[ধীরাজবাবু উঠে পড়েছিলেন, স্বরূপ তাঁকে ধরে এনে সোফায় বসিয়ে দেয়।]

লাহিড়ী—(স্বরূপকে) বলছি। (ধীরাজের প্রতি) দেখুন ধীরাজবাবু আপনার কথা ধ্রুবর মুখে যে রকম শুনেছি তাতে মনে হয় অনেক দুঃখ অনেক—

ধীরাজ—এসব কথা কেন ? ধ্রুবর কি হয়েছে ?

লাহিড়ী—তার কথাই বলছি। আপনারা বিচলিত হবেন না। ওর মাথার গোলমাল হয়েছে।

স্বরূপ—কি বলছেন ?

লাহিড়ী—মাসখানেক থেকে ও জ্বরে ভুগছিল—

স্বরূপ—কই, সে কথাতো লেখেনি।

লাহিড়ী—ও জানায় নি পাছে আপনারা মিছিমিছি ব্যস্ত হন। আমাদেরও লিখতে বারণ করেছিল।

ধীরাজ—তার পর ?

লাহিড়ী—প্রথম দিকে জ্বর খুব বেশী উঠেছিল। ক্রমে তা কমে গেল বটে কিন্তু ওর কথা বলার কোন সামঞ্জস্য রইল না।

স্বরূপ—কেন এরকম হল ?

লাহিড়ী—ডাক্তাররা বলছেন নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন। বিদেশে অসুস্থ হলে অনেক সময় এরকম হয়। তাই ওঁরা বল্লেন বাড়ীতে এনে রাখলে নিজের লোকেদের মধ্যে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

ধীরাজ—(হতাশভাবে) সুস্থ হবে তো ?

স্বরূপ—(পেছন থেকে বাবার কাঁধে হাত রেখে) এতে ভয় পাবার কিছু নেই বাবা। এখানে অনেক ভালো ডাক্তার আছেন, কদিনেই আমি ধ্রুবকে সারিয়ে তুলব।

[ঘরের ভিতর থেকে ধ্রুব বেরিয়ে আসে। তার পেছনে সতী, শান্তা ও মলয়া]

সতী—ধ্রুব, ধ্রুব !

ধীরাজ—কই ধ্রুব ?

[ধীরাজবাবু উঠে পেছন ফিরে দাঁড়ান। অন্য দিক থেকে ধ্রুব এগিয়ে আসে। পেছনে অন্যরা। সতী স্থির, মলয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে, শান্তার চোখে জল, ঠোঁট কামড়ে রয়েছে। অজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধ্রুবর গতিবিধি লক্ষ্য করে। ধীরাজবাবু ষ্টেজের মাঝামাঝি এসে ধ্রুবর সামনে দাঁড়ান। চোখের চশমা খুলে ফেলে ধ্রুবর মুখের ওপর তাকিয়ে তার মাথায়, গালে, সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেন।]

ধীরাজ—(ধরা গলায়) কি কষ্ট হচ্ছে বাবা ! বল। আর তোকে একলা পড়তে যেতে হবে না, বোকা ছেলে, কোন ভয় নেই। আমি আছি, দাদা আছে, শান্তা আছে আর ভয় কিসের ?

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[ধীরাজবাবুর বৈঠকখানা, আগের দৃশ্যের অনুরূপ। ক্যালেণ্ডারে ১৫ দিন বাদের তারিখ। পর্দা উঠলে দেখা যাবে, অজয় কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। একটু পরে ডানদিকের দরজা দিয়ে গলায় ষ্টেথিসস্কোপ ঝোলান ডাক্তার ও স্বরূপের প্রবেশ। স্বরূপের পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবী, ডাক্তারের বিলিতি পোষাক।]

ডাক্তার—আমার তো মনে হয় না এখুনি কিছু করা উচিত। ভাল করে ওঁর ওপর লক্ষ্য রাখুন, দেখুন উনি কি করেন।

স্বরূপ—আপনার কি মনে হ'চ্ছে ?

ডাক্তার—এত তাড়াতাড়ি বলা মুস্কিল। অনেক সময় দেখেছি এসব কেস্ অল্পদিনের মধ্যেই সেরে যায়, একটা চেঞ্জের দরকার হয়। তবে আপনার ভাইয়ের এটাই তো মস্ত বড় চেঞ্জ। সেখানে একলা পড়েছিলেন। এখানে আপনাদের সবাই-এর মধ্যে থেকে—

অজয়—ডাক্তারবাবু, কিসের থেকে এরকম হল ?

ডাক্তার—আমার মনে হয় সামনে একজামিন। পড়াশুনোর ব্যাপারে 'ওভারব্রেন্' করেছেন, তারসঙ্গে সেইমত বিশ্রাম না পেলে-অনেক সময় নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন হয়। তবে দেখুন, জোর করে কিছুই বলা যায় না। যদি ক্রমশঃ কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি গ্র্যাজুয়ালী বাড়ে, তাহলেই ভয়ের কথা। অন্য কারণ খুঁজতে হবে।

স্বরূপ—আমাদের বংশে তো আর কারুর—

ডাক্তার—শুধু হেরিডিটি ভাবছেন কেন, যে কোন রকম Mental shock থেকে হ'তে পারে। তার চিকিৎসা আমাদের বিজ্ঞানে একমাত্র ইলেকট্রীক্ শক্

ট্রিটমেণ্ট। তাও দেখেছি যে সব Violent case আসে অর্থাৎ যাদের গোড়ার থেকেই মাথার কোন ঠিক থাকে না, চীৎকার করে, হাসে, চিনতে পারে না, অনেক সময় মার-ধর করতে চায়; তাদের গোড়া থেকে শক্ দিতে আরম্ভ করলে দশটা বারটাতেই খুব উপকার হয়।

স্বরূপ—ধ্রুবর ক্ষেত্রে তাহলে বলছেন শক্ দিয়ে এখন কোন উপকার হবে না?

ডাক্তার—ঐতো বল্লাম হট্ করে আমি কিছু করতে চাই না। আমরা আরও কিছুদিন 'অবজারভ' করি। তারপর কেস্ বুঝে 'ডিসিসান' নেওয়া যাবে।

অজয়—ডাক্তারবাবু, ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারি?

ডাক্তার—নিশ্চয়, যাতে ওঁর আপত্তি হবে না এমন সব কিছুই করতে পারেন। তবে যেটা উনি চাইবেন না, সেটা যেন জোর করে করান না হয়। আপনাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, উনি রুগী, অথচ ওঁর সামনে সেটা দেখাবেন না। you behave as if he is normal.

স্বরূপ—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে—

ডাক্তার—কোন বাধা নেই, বাড়ীতে যা হয় সবই খাবেন। আমি কাল আসবো, আজকে চলি। আমার চেম্বারে একটি রুগী আসবে তাকে শক্ দেবার কথা আছে।

স্বরূপ—(ডাক্তারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে) চলুন, আমি নামিয়ে দিয়ে আসছি।

[ডাক্তার ও স্বরূপের বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের দরজা দিয়ে শান্তা ঢোকে]

শান্তা—অজয়দা।

অজয়—কি?

শান্তা—আমার বড় ভয় হচ্ছে, যদি ও না সারে।

অজয়—ডাক্তারবাবু তো সেরকম কিছু বলছেন না।

শান্তা—ঐতো বল্লেন, যদি কোন শক্ থেকে—

অজয়—(ভরসা দিয়ে) না না, আমার মনে হয় নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন। এ কদিনে

তো আমার ভালই মনে হ'চ্ছে। প্রথম যেদিন এল কি রকম চুপচাপ বসেছিল। আমাদের কাউকেই চিনতে পারেনি।

শান্তা—হ্যাঁ, অজয়দা। আজ আমাকে শান্তা বলে ডেকেছে।

অজয়—(সোৎসাহে) কখন ?

শান্তা—কল ঘরে মুখ ধুতে গিয়েছিল, তোয়ালে ছিল না। আমি বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম, পরিষ্কাব শান্তা বলে ডাকলো।

অজয়—আর কিছু বল্লে ?

শান্তা—না। হাতে মুখে জল, আলনাব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বুঝলাম তোয়ালে খুঁজছে। হাতে দিতেই মুখ মুছে আবার আমাকেই দিয়ে দিল।

অজয়—তবে ? আগে তো এসব কিছুই করতে পারছিল না; আমি তোমায বলছি শান্তা, মাস খানেকেব মধ্যেই ও ভাল হ'য়ে উঠবে।

শান্তা—একটা জিনিস আমাব বিশ্রী লাগে।

অজয—কি ?

শান্তা—কথাবার্তা নেই, আত্মীয স্বজন আসছে ওকে দেখতে। সামনেই • কান্নাকাটি কবছে। জ্যাঠামণিকে ভয পাইয়ে দিচ্ছে। আমি দেখেছি—ও প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

অজয়—আমি তো আব কাউকে বাবণ করতে পাবি না। বাড়ীব কারুরই বলা উচিত।

শান্তা—কে বলবে। জ্যাঠামণি চোখে দেখতে পান না। বৌদি তো ভয়েই অস্থির। ধ্রুবদার কাছেই যায় না। খালি এসে এসে বলবে, ঠাকুরপোকে দেখলেই আমার ভয় করে।

অজয়—তাহলে স্বরূপদাকে বল—

শান্তা—বলেছি। তাতে কোন ফল হযনি।

অজয়—কেন ?

শান্তা—স্বরূপদা বলে, অসুখ বিসুখ করলেই আত্মীয়-স্বজন আসে। বিপদের দিনেই যদি তারা না আসবে, তবে আর তাদের আত্মীয়-স্বজন বলে কেন ?

অজয়—তাহ'লে আর আমি কি বলবো ?

[স্বরূপের প্রবেশ]

স্বরূপ—ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, কিছু ভাবনার নেই শান্তা। ধ্রুব শিগ্‌গির সেরে উঠবে। ওর মনটাকে cheerful রাখার চেষ্টা কর।

অজয়—আমিও তাই বলছিলাম, ও যেসব কবিতা ভালবাসতো পড়ে শোনালে, কি ওর পছন্দমত একটু গান বাজনা করলে,—

স্বরূপ—(হেসে) সে সব কর, আপত্তি নেই। তবে ধ্রুব ভালবাসতো বলে ওর সামনে আর তোমরা intellectual debate সুরু করে দিও না।

শান্তা—সে বুদ্ধিটুকু আমাদের আছে।

স্বরূপ—(হেসে) দেখছো, অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল। জান অজয়, শান্তাকে যত দেখি আশ্চর্য হয়ে যাই। সেদিন এই এতটুকু দেখেছি, আজ মস্ত বড় হয়ে গম্ভীর গম্ভীর কথা বলছে।

শান্তা—(হেসে) বারে, গম্ভীর হলেও দোষ আবার বেশি হাসলেও দোষ।

স্বরূপ—(অজয়কে) ধ্রুবর সঙ্গে ওর খালি ঝগড়া হ'তো। কথা কাটাকাটি, মারামারি তার আর ইয়ত্তা নেই। তখন মিটিয়ে দেবার জন্যে ছুটে আসতো আমার কাছে। মনে পড়ে শান্তা—আবার আমি যদি ওর পক্ষ নিয়ে ধ্রুবকে না বকতাম তাহলে আর রক্ষে ছিল না। কেঁদে কেটে বাড়ী মাথায় করত। ধ্রুবই আমায় কতদিন বলেছে, দাদা, তোমরা কেউ শাসন কর না বলে শান্তা ভীষণ অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে।

অজয়—সে রোগ কিন্তু ওর এখনও সারেনি স্বরূপদা। চট করে শান্তা কারুর বাধ্য হয় না।

শান্তা—সুবিধে পেয়ে আপনিও দেখছি স্বরূপদার দলে চলে গেলেন। আপনারা সবাই সমান।

স্বরূপ—আমি কি ভাবি জান অজয়, আগে সব ব্যাপারে শান্তা আমার কাছে পরামর্শ করতে আসতো। বন্ধুর জন্মদিনে কি উপহার দেবে ; পুজোর সময় কি শাড়ী কিনবে, বাড়ীর কাজ কর্ম খুঁটিনাটি সব বিষয়েই আমাকে

না বলে ওর শান্তি ছিল না। কিন্তু এখন আর শান্তা আগের মত আসে না।

শান্তা—কে বল্লে আসি না! আপনার মত বিশ্বনিন্দুক আর যদি দুটো হয়।

স্বরূপ—দেখলে তো কিরকম adjective-টা use করলে। অবশ্য তোমার কোনও দোষ নেই শান্তা। থার্ড ডিভিশানে পাশ করা মানুষকে আর কোন বিদুষী মেয়ে গ্রাহ্য করে। বুঝলে না অজয়, তোমরা হলে এখন ওর আইডিয়াল। Jewels of University, তাছাড়া তো নভেল নাটকও লেখ, তাই না?

অজয়—আপনি বেশ কথা বলেন স্বরূপদা।

শান্তা—ওঁর কথার জ্বালায় তো আমি অস্থির। জিজ্ঞেস করুন না। দুদণ্ড বসবার কি ওঁর সময় আছে? সব সময় কাজ আর কাজ। আগে এই ঘরে বসেই আমরা সবাই মিলে কত গান করেছি, তাস, কেরাম কত কি খেলেছি। সে সব কথা তো ভুলে গেছি বলতে গেলে। টাকা আর টাকা। এ বাড়ীটাকেও অফিস করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ঐ দেখুন আমার কথা সত্যি কিনা।

[স্বরূপ আরও কি বলতে যাচ্ছিল। বাঁদিকের দরজা দিয়ে ম্যানেজার মতিবাবু মুখ বাড়ালেন। ঢুকেই শান্তাকে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। গলা খেঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন আসতে পারি স্যার?]

স্বরূপ—ম্যানেজার বাবু, আসুন। (শান্তাদের দিকে ফিরে তাকাতে তারা বেরিয়ে যায়)

মতি—ওকে নিয়ে এসেছি স্যার।

স্বরূপ—কে, প্রভাত? এখানেই ডাকুন।

মতি—আমি বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্বরূপ—কেন?

মতি—আমি সামনে থাকলে কি আর হার্ট টু হার্ট কথা বলতে পারবে স্যার?

স্বরূপ—আচ্ছা ও একাই আসুক।

মতি—[দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসেন] আরেকটা কথা বলব ভাবছিলাম—

স্বরূপ—বলুন,—

মতি—মানে ঐ সাধুজীর ব্যাপারটা, তাঁর ওষুধের প্রত্যক্ষ ফল দেখলেন তো, আপনি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি—

স্বরূপ—[চোখ নীচু করে গম্ভীর স্বরে] আমার ঠিক খেয়াল আছে, তবে আরও দুদিন যাক্।

মতি—হ্যাঁ, স্যার তা হলেই হল। সামনেই মেয়ের বিয়ে, তাই মনে করিয়ে দিলাম।

[মতিবাবু বেরিয়ে যান, একটু পরে প্রভাত ঢোকে, ধুতির ওপর সার্ট, কাবলী জুতো পায়ে, ওল্টানো চুল, কালো চশমা, সেয়ানা চোখ]

প্রভাত—আমাকে ডেকেছেন ?

স্বরূপ—আসুন, বসুন চেয়ারে। [প্রভাত আড়ষ্ট হয়ে বসে]

স্বরূপ—আমি শুনলাম আপনি কোম্পানীতে একটা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছেন।

প্রভাত—তাই নাকি, জানি না তো।

[স্বরূপ প্রথমে অবাক হয়ে, পরে হেসে ওঠে।]

স্বরূপ—ও, আমার প্রশ্নটা একটু ভুল হয়েছে, ঘুরিয়ে করা উচিত ছিল। রোজ যে আফিসের পর মিটিং করে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছেন তাতে কি লাভ হবে ?

প্রভাত—লোকসানেরও তো কিছু দেখছি না।

স্বরূপ—লোকসান যে একেবারে হতে পারে না তা নয়। মনে করুন কারো চাকরী যেতে পারে।

প্রভাত—যাতে না যায় তারই চেষ্টা করছি, আজকের দিনে আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া তো উপায় নেই।

স্বরূপ—তার মানে ইউনিয়ন আপনারা করবেনই।

প্রভাত—আজ্ঞে হ্যাঁ, সকলের তাই ইচ্ছে।

স্বরূপ—সকলের কেন বলছেন, বলুন আপনার ইচ্ছে। আমি এক এক সময় ভাবি, আমরা কত বড় বোকা। ব্যবসা করে হাজার হাঙ্গামা মাথায় নিয়ে আপিস খুলে বসে আপনাদের মত লোককে চাকরী দিই। অথচ আপনাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে গাছের ছায়ায় বসছেন সেই গাছটাকেই নির্মূল করা।

প্রভাত—(হেসে) আমরা সামান্য উইপোকা, হয়ত গাছের এক আধখানা ডালকে কাবু করতে পারি, কিন্তু যাঁরা গাছের গুঁড়িতে কোপ বসান, তাঁরাই আপনাদের কোম্পানীর স্কন্ধ বিশেষ।

স্বরূপ—এটা তো ধাঁধার মত শোনাচ্ছে।

প্রভাত—আজ্ঞে না, ওটা ধাঁধার উত্তর।

স্বরূপ—তার মানে ?

প্রভাত—মোটা মাইনে দিয়ে যাদের পোষেন তাদের যোগ্যতাটা একবার যাচাই করে দেখেছেন ?

স্বরূপ—একটা উদাহরণ দিন না।

প্রভাত—ধরুন না এই ম্যানেজার, মতিবাবু। Thoroughly inefficient হাজার টাকার উপর মাইনে দেন ; সে জায়গায় অবিনাশবাবু কত পাচ্ছেন ? পনের বছর সার্ভিস্, একশ' তিরিশ টাকা মাইনে। আজকের দিনে ভাবতে পারেন—তার সংসার কি করে চলবে ? অবিনাশবাবুর বিধবা মা, স্ত্রী, একটি ভাই কলেজে পড়ে। তিনটি ছেলেমেয়ে। কেন এঁর উন্নতি হল না জানেন ?

স্বরূপ—কেন ?

প্রভাত—ম্যানেজার বাবুর তালে ঠিক তাল মেলাতে পারেন নি, সেইজন্যে। মতিবাবুর পেটোয়া লোকেরা যেখানে বছরের পর বছর ইনক্রিমেণ্ট পায়, এঁদের এক পয়সাও বাড়ে না।

স্বরূপ—আশ্চর্য, এসব তো আমি জানতে পারি না।

প্রভাত—এবার থেকে যাতে জানতে পারেন সেইজন্যেই ইউনিয়ন করছি।

মালিকের সঙ্গে তো আমাদের কোন ঝগড়া নেই। কিন্তু তাঁর অজান্তে যে পাঁচভূতে কোম্পানীর লাভের অংশ লুটে খাবে তা কি করে সহ্য করব বলুন?

স্বরূপ—[উঠে চিন্তান্বিত মনে পায়চারী করে] (সিগারেট ধরায়)—আপনি আমায় এক নতুন কথা শোনালেন প্রভাতবাবু, এভাবে তো কখনও ভেবে দেখিনি।

প্রভাত—তাই ত বলছি। ম্যানেজার বাবুর কোন গুণেই ঘাট নেই। যতজন সাব কণ্ট্রাক্টার সবায়ের সঙ্গে ওঁর বখরা আছে। চাকরী খালি হ'লেই নিজের আত্মীয় ঢোকান। এমন লোকও এদের মধ্যে আছে আমি জানি, যিনি আপনারই অফিসে বসে নিজের ব্যবসা চালান।

স্বরূপ—না, এ হতেই পারে না।

প্রভাত—বিশ্বাস করা শক্ত। তবে আপনার পারচেজিং অফিসার মোহিতবাবু যে এর মধ্যেই বাড়ী তুলেছেন খবর রাখেন?

স্বরূপ—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মোহিতবাবুর আগে যে পারচেজিং অফিসার ছিল তাকে তো তাড়ান হোল—

প্রভাত—সে আমরা জানি। বলা যায় না তিনি হয়ত সৎ লোকই ছিলেন, তবে ওকে না সরালে তো মোহিতবাবু আসতে পারেন না। জানেন বোধহয় উনি ম্যানেজার বাবুর সাক্ষাৎ শ্যালক?

স্বরূপ—(চমকে) তাই নাকি? আশ্চর্য। কাকে বিশ্বাস করবো বলুন? এক এক সময় মনে হয় সব ঝকমারী, কোথায় ভাল লোক পাব। যে আসবে লঙ্কায় সেই হবে রাবণ।

প্রভাত—আপনার এ কোম্পানী ঠিক করে চালালে আপনার যা লাভ হয় তার দ্বিগুণ হবে। আমরাও দু-বেলা খেয়ে পরে বাঁচব।

স্বরূপ—(আবেগভরা গলায়) এ যদি সম্ভব হয়, আমি এখুনি রাজী আছি প্রভাতবাবু, আপনাদের স্কীম আমাকে দিন। কি করে এ কোম্পানীকে নতুন করে গড়া যায়, যে কোম্পানীকে আপনারা নিজের বলে মনে করতে পারবেন, হাসি মুখে কাজ করবেন?

প্রভাত—আমাদের হাতে কি ক্ষমতা দিতে পারবেন ?

স্বরূপ—কেন পারব না ? আপনি রোজ বিকেলবেলা আফিসের পর আমার সঙ্গে দেখা করুন। যেখানে যা পরিবর্ত্তন করা দরকার বলুন, আমি তা করবো। একমাস আমি আপনাদের কথা শুনে কাজ করতে চাই। দেখি আপনারা যা বলেন তা কাজে সত্যি হয় কিনা।

প্রভাত—একমাসও লাগবে না। যদি সত্যিই আমাদের পরামর্শে চলেন—

স্বরূপ—আর তো সত্যি মিথ্যের কোন অবকাশ নেই। আমার যে কথা সেই কাজ। আজ থেকে আপনিই কোম্পানীর unofficial manager, তবে এ-কথা কেউ না জানতে পারে। ম্যানেজার মতিবাবুরা না সাবধান হয়ে যান। হাতে নাতে ধরতে হবে।

প্রভাত—আমার আপত্তি নেই। কয়েকদিন দেখতে আমি রাজী আছি।

স্বরূপ—প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ করে আজ আমার চোখ খুলে গেল। এখন একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে, সত্যিই হয়ত আপনার আদর্শের কোম্পানী তৈরী করতে পারব, যা দেখে অন্য সবাই শিখবে।

প্রভাত—আমি তাহলে আজ আসি।

স্বরূপ—হ্যাঁ, আসুন। তবে ঐ কথা রইল। সন্ধের দিকে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন।

[প্রভাত চলে যাচ্ছিল, স্বরূপ ডাকে]

স্বরূপ—আর একটা কথা। যদি ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞেস করেন কি কথা হল, বলবেন, আমি আপনার ওপর খুব রাগারাগি করেছি।

প্রভাত—(হেসে) আচ্ছা।

[প্রভাত চলে যাবার আগেই পেছনের দরজা দিয়ে ধ্রুব ঢোকে, হাতে একটা পেনসিল। আগের মতই ভ্যাবলা দৃষ্টি। নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলে]

স্বরূপ—আয়, ধ্রুব। কি করছিলি। বোস্ এখানে।

[ধ্রুব একটু হেসে সোফায় গিয়ে বসে। বাঁ হাতের চেটোয় পেনসিল দিয়ে দাগ কাটে]

স্বরূপ—কদিন একটু জিরিয়ে নে। তারপর আফিসের কাজকর্ম একটু দেখবি। আমি একলা তো আর সামলাতে পারছি না। কি বল ?

[ধ্রুব স্বরূপের দিকে তাকিয়ে ফ্যালকা হাসে। আবার হাতের ওপর হিজিবিজি কাটে]

স্বরূপ—তোর সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিস, না ওখানে কিছু পাড়ে রইল (উত্তর না পেয়ে)—বাড়ীর মেয়েরাও যা হয়েছে। একবার যদি সব একটু দেখে নেয়।

[হঠাৎ ধ্রুব বাঁ হাতটা বাড়িয়ে জোরে কথা বলে]

ধ্রুব—এই যে হাতে দাগ দেখছো, একে বলে পামিষ্ট্রী, কত কি সব লেখা আছে। সব স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে না। সাধুজী বেশ পড়ত।

স্বরূপ—(সাগ্রহে) কোন সাধুজী ? কার কথা বলছিস্ ?

ধ্রুব—(হেসে) কত সাধু হয়, সব ভিক্ষে করে। ভিকিরি নয়, হাতে লেখা থাকে। (নিজের হাত দেখতে দেখতে) ঠিক পড়া যায় না।

[শান্তা ঘরে ঢোকে]

শান্তা—ওমা ধ্রুবদা তুমি এখানে ! আমি তোমায় ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

স্বরূপ—তাই নাকি ? আমার তো মনে হল ধ্রুবই তোমাদের খুঁজে না পেয়ে এখানে এসেছে।

শান্তা—আমাদের মানে ?

স্বরূপ—মানে তোমাকে আর অজয়কে।

শান্তা—(বিরক্ত হয়ে) ও। (ধ্রুবর কাছে এগিয়ে গিয়ে) দুধটা নিয়ে আসব, না তুমি ভেতরে যাবে ?

ধ্রুব—(ছাতের দিকেই তাকিয়ে) চশমা থাকলে ঠিক পড়া যেত।

শান্তা—কি পড়তে ধ্রুবদা ?

স্বরূপ—ও বোধহয় জ্যোতিষী শিখেছে। হাতের রেখা পড়বার চেষ্টা করছে।

শান্তা—তাই নাকি? আমার হাতটা দেখ না।

[শান্তা ধ্রুবর প্রসারিত বাঁ হাতের ওপর নিজের ডান হাতটা রাখে। ধ্রুব শান্তার বাঁ হাতটা বদলে নেয়।]

স্বরূপ—মেয়েদের বা হাত দেখে, তাই ও বদলে নিল।

শান্তা—কি লেখা আছে বল না? [ধ্রুব শান্তার হাতের ওপর পেনসিল দিয়ে কি লেখে]

ধ্রুব—লাইনগুলো যদি সোজা না হয়ে এমনি বেঁকে যেত তাহলে আর straightline হত না; সব circle হয়ে যেত। সবই তো লাইন আর circle, কাদের একটা বাড়ী ছিল Circular road-এ? বাড়ী, না দোকান।

শান্তা—[হাত সরিয়ে নেয়] বল্লে না তো দুধ নিয়ে আসব কিনা।

স্বরূপ—শান্তা, দুধ এখানেই নিয়ে এস।

ধ্রুব—কেন?

স্বরূপ—ক্ষিদে পায় নি?

ধ্রুব—বাড়ীর নীচে যাদের দোকান, তাদের বেশ মজা, যখন ইচ্ছে জিনিস নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু পয়সা দিতে হবে। [পকেট হাতড়ে] পয়সা গুলো কোথায় রাখলাম। সাধুজী নিয়ে নিল বোধ হয়। কোথায় গেল, কোথায় গেল। [বলতে বলতে উঠে ঘর থেকে চলে যায়। শান্তাও পেছনে যাবার জন্য যায়।]

স্বরূপ—শান্তা, বাবা কোথায়? ওপরে?

শান্তা—জ্যাঠামণি বেরিয়েছেন।

স্বরূপ—কোথায়?

শান্তা—বিনয়কাকার সঙ্গে।

স্বরূপ—বিনয়কাকা এসেছিলেন। তাহ'লে ভালই আছেন।

শান্তা—এখনও অবশ্য মাথায় ব্যাণ্ডেজ আছে। বাবা খুব বেচে গেছেন। বুড়ো মানুষ, বেকায়দায় লাঠি পড়লে আর কি রক্ষে ছিল।

স্বরূপ—ভীমরতি ধরা আর কাকে বলে, বুড়ো বয়েসেও পলিটিকসের লোভ গেল না।

শান্তা—লোভ কেন বলছেন ? সারা জীবনটা যে কাজে উৎসর্গ করেছেন।

স্বরূপ—ওসব hero worship আমার কাছে নেই। শুধু জেল খাটলেই কি আর দেশের কাজ করা যায়। আমাদের মত হাতে কলমে কাজ করা চাই।

শান্তা—(হেসে) তাহলে বরং আপনিই election এ দাড়ান।

স্বরূপ—হেস না শান্তা, দাড়াতে আমাদের হবেই। আজ না হয় কাল। ছোটবেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অনেক টাকা রোজগার করব। আজ তা করেছি। মনে আছে আমাদের পাশের বাড়ীর রমেশবাবুদের কথা ? কি বড়লোকী চাল।

শান্তা—সত্যি স্বরূপদা, ওদের সেই সাদা গাড়ীটা চড়ার আমারও ভীষণ লোভ ছিল। একদিন ওদের ড্রাইভারকে অনেক খোশামোদ করে উঠেছিলাম। সেদিন আমার কি আনন্দ। ধ্রুবদা কিন্তু শুনে রেগে অস্থির।

স্বরূপ—রাগ আমারও হয়েছিল শান্তা, সেই থেকেই নিজের পায়ে দাড়াবার চেষ্টা করেছি। শুনলে আশ্চর্য হবে, আজ সেই রমেশবাবুর ছেলে আমার কাছে হাঁটাহাঁটি করছে।

শান্তা—কেন ?

স্বরূপ—ব্যবসার ক্ষেত্রে আমার স্থান অনেক উঁচুতে, তাই নানারকম সাহায্য নিতে আসে। টাকা না হলে কি আর এ পরিবর্তন সম্ভব হত। আজ আমি জানি খ্যাতি যশ সব আপনা থেকেই আসবে এমনকি আভিজাত্যও।

শান্তা—অনেক দেরী হয়ে গেল। যাই ধ্রুবদাকে দুধটা দিয়ে আসি।

[শান্তা চলে গেলে সেইদিকে তাকিয়ে]

স্বরূপ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কাকে বোঝাব ?

[শান্তা চলে গেলে, স্বরূপ টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করে]

স্বরূপ—হ্যালো, কে মতিবাবু,—হ্যাঁ, সে সব কথাবার্তা হ'য়ে গেছে। সে পরে বলব। এই প্রভাত ছোকরার উল্টো গ্রুপে কারা, নিতাই মণ্ডল, লেদে কাজ

করে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকেই আমার দরকার। না এখানে নয়। বেশ আপনি ঠিক করে আমায় জানাবেন।

[স্বরূপ টেলিফোন রেখে দিয়ে, দেরাজ থেকে ফাইল বার করে ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে বাঁ দিক থেকে ধীরাজবাবু ও বিনয়বাবুর প্রবেশ। বিনয়বাবুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ]

ধীরাজ—আজকালকার কথাবার্তা যা তোমাদের কাছ থেকে শুনি তাতে তো আশ্চর্য লাগে। তোমার মত একটা লোককে মিটিং এর মাঝখানে কতগুলো লোক এসে মারল, অথচ কেউ এসে প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না।

বিনয়—শুধু তাই নয়, আমার বক্তব্যটা শুনতেও চাইলে না। আর এই যে আমার মিটিংয়ে গোলমাল হল এর পেছনেও পার্টি আছে, তোমায় আমি বলে দিলাম।

ধীরাজ—তার মানে তুমি বলছ পার্টির লোকই—

বিনয়—গুণ্ডা লাগিয়ে আমায় মেরেছে—

ধীরাজ—তাহলে বাকী লোক চুপ করে রইল কেন ?

বিনয়—ওই যে বল্লাম, তাদের তো নিজের কোন মতামত নেই। ভেড়ার পাল, গোলমাল দেখে প্রাণ বাচাতে ছুটে পালাল।

ধীরাজ—সত্যি, এসব কথা শুনে আশ্চর্য লাগে। আমাদের জীবনেতো—

বিনয়—সে সব কথা ভুলে যাও দাদা। এ হ'ল ঘোর কলি। এক এক সময় ভাবি তুমি সুখে আছ। সেই জেল থেকে বেরবার পর আর তো এই জঘন্য রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি।

ধীরাজ—যাক্। এসব কথা আর আমায় শুনিও না। বুকের ভিতরটা কি রকম করে ওঠে।

বিনয়—তবুও আমি ছাড়ব না। শেষ পর্যন্ত লড়বো। দেখব অসত্য কতখানি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

ধীরাজ—যা ভাল বোঝ কর।

বিনয়—ধ্রুবকে একবার ডাকবে নাকি।

ধীরাজ—জিজ্ঞেস করি ও কি করছে। বৌমা, শান্তা—কে আছ—

[ভিতর থেকে সতী সাড়া দেয়, আসছি]

বিনয়—স্বরূপ তো বলছিল ধ্রুব ক্রমশঃ ভালর দিকেই যাচ্ছে।

ধীরাজ—ওরাই বলতে পারবে, আমিতো ভাল দেখতে পাই না। তবে কথা বলে খুব কম।

বিনয়—আমাকে কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে। কাকাবাবু বলে পায়ের ধুলো নিল।

ধীরাজ—তাই নাকি ? আমাকে বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারে না। বাবা বলে ডাকতেও শুনিনি। সবই কর্মফল বিনয়।

[বাড়ীর ভিতর থেকে সতীর প্রবেশ]

সতী—বৌমাকে ডাকছিলেন।

ধীরাজ—বিনয় একটু ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করবে বলছিল।

সতী—ধ্রুব ঘরে শুয়ে আছে, ডেকে আনব ?

বিনয়—না, না, ওকে ব্যস্ত কোর না। আমি ওপরে যাচ্ছি।

[মলয়া দরজা দিয়ে মুখ বাড়ায়]

সতী—বৌমা, কাকাবাবুকে ধ্রুবর ঘরে নিয়ে যাও। আর দাদার চানের জলও তাড়াতাড়ি দিয়ে দিও। বেলা হ'য়ে গেছে।

[মলয়া কাকাবাবুকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়, সতী এগিয়ে আসে]

সতী—আপনাকে একটা কথা বলব।

ধীরাজ—বল মা।

সতী—ক'দিন থেকেই বড় বেশী ভাবছেন। শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

ধীরাজ—না, না, কিছু ভাবিনি।

সতী—ধ্রুব সেরে উঠবে, আমি আপনাকে বলছি।

ধীরাজ—ওর ওপর এত আশা করেছিলাম, কিরকম যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। শঙ্করকে যে কথা দিয়েছিলাম তা রাখতে পারলাম না।

সতী—একথা কেন বলছেন। শান্তাকে আপনি মেয়ের মত মানুষ করেছেন। দরকার হলে ও নিজের পায়েই দাঁড়াতে পারবে।

ধীরাজ—তাহলেও ওর বিয়ের অন্য ব্যবস্থা—

সতী—আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি বলছি ধ্রুব নিশ্চয় সেরে উঠবে। শান্তার ভার ওই নেবে।

ধীরাজ—না, না, তা হয় না। শান্তার তো একটা মতামত আছে। নিজের ছেলে হলেও, যার মাথার গোলমাল, কি করে তাকে জীবনসঙ্গী করে নিতে বলব।

সতী—আপনাকে বলতে হবে না। শান্তা নিজেই তাকে বরণ করে নেবে।

ধীরাজ—তুমি সত্যি বলছ মা?

সতী—ধ্রুবদা যে ওর কাছে কতখানি, তা শুধু আমিই জানি।

[মলয়া ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢোকে]

মলয়া—বাবার চানের জল দিয়েছি।

সতী—চলুন আর দেরী করবেন না।

ধীরাজ—চল। (যেতে যেতে) তুমি আজ আমায় অনেকটা নিশ্চিন্ত করলে মা। বৌমা, কাকাবাবু কোথায়? ওপরেই আছেন?

মলয়া—হ্যাঁ, বাবা। ঠাকুরপোর ঘরে।

[ধীরাজবাবু ও সতী ডানদিকের দরজা দিয়ে চলে গেলে, মলয়া অভ্যাস-মত ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। টেলিফোন বাজে। মলয়া ধরে]

মলয়া—হ্যালো, হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি। বুঝতে পেরেছি মশাই। আমার সঙ্গে আর চালাকী করতে হবে না। নিশ্চয় অমিতা, ইস্—আমি যেন গলা শুনে বুঝতে পারি না। নে ঠাট্টা রাখ। মেয়ে বটে, কতদিন বাদে খোঁজ করলি বল্‌তো। আমি তো ঠিক করেছিলাম দুপুরবেলা একদিন সিনেমা যাব। ওমা হাসছিস্ কেন? অমিতা নস্ সত্যি। কে নন্দাদি, ওমা এতক্ষণ বলেননি। আমি কি সব তুই তোকারী করলাম। কিছু মনে করবেন না। অ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাকুরপো? হ্যাঁ সত্যি কথা, কাউকে

বলবেন না যেন, ওর একদম মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। সারাক্ষণ কি যে বিড়বিড় করে, মাগো!

[মলয়ার টেলিফোনের কথার মাঝখানে, ধ্রুব তার পেছনে এসে দাঁড়ায়]

মাঝে মাঝে আমার যা হাসি পায়। সেদিন আমাকে সকলের সামনে বলছে, পাগলী। বলুন, একথা শুনে কার না হাসি পায়। নিজেই পাগল (বলেই হা, হা, করে হাসে) এক এক সময় ভীষণ ভয় করে। কিরকম মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ঘরে কেউ না থাকলে আমি পালিয়ে যাই। আসুন না একদিন, টেলিফোনে কি সব বলা যায়। আচ্ছা, আচ্ছা আজকে যাই। আজকে যাই।

[মলয়া ওকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি টেলিফোন রেখে দেয়। ভয়ে ভয়ে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে]

মলয়া—ঠাকুরপো, বস, আমি যাই।

ধ্রুব—তোমার বুঝি ভয় করে?

মলয়া—(শুকনো গলায়) ভয়, কাকে, কেন?

ধ্রুব—আমি একটা রাক্ষস দেখে ভয় পেয়েছিলাম।

মলয়া—রাক্ষস? কোথায়?

ধ্রুব—কোথায়··(আঙ্গুল দিয়ে ঘরের কোণগুলো দেখিয়ে) এইখানে না ওইখানে। চোখদুটো হিংসেয় ভরা। দাঁতে কি ধার, জীব লক্‌লক্ করছে। তাকে দেখলে আমারও ভয় করে। (ধ্রুব কথার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে। মলয়ার চোখে মুখে আতঙ্ক, ভয়ে ভয়ে পেছু হেঁটে পালিয়ে যায়)

[ধ্রুব বসে বসে পকেট থেকে পেনসিল বার করে কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটে। একটু পরে শান্তা ঢোকে। পিছন থেকে ধ্রুবর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কাছে এসে বসে]

শান্তা—বৌদিকে কি বলেছ। খুব ভয় পেয়ে গেছে (হাসি) (উত্তর না পেয়ে) কি লিখছো? (কাগজটা হাতে নিয়ে দেখে) আমি লিখে দেব, তুমি বল।

[ধ্রুব অল্প অল্প হাসে]

ধ্রুব—কি কবিতাটা, Ulysses,—না আর একজন। খুব বড় যুদ্ধ হল, তারপর জিতে ফিরে এল—অনেকদিন বাদে। ছেলেরাও চিনতে পারল না। সবাই বল্ল, লোকটা পাগল। আর তার বউ বিয়ে করেছে আর একজনকে।

শান্তা—(অবাক হয়ে) এ কবিতা হঠাৎ আজ কেন মনে পড়ল ধ্রুবদা।

ধ্রুব—কবিতা আমি ভালবাসি।

শান্তা—চান করতে যাবে না।

ধ্রুব—(মাথা নাড়ে)

শান্তা—লক্ষ্মীটি চল, খেতে দেরী হবে যে।

[ধ্রুবর কাঁধের ওপর হাত রাখে, ধ্রুব সেটা সরিয়ে দিয়ে কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়]

ধ্রুব—(চড়া গলায়) Ulysses কাউকে বিশ্বাস করে না। Opheliaকে বলেছিল—

শান্তা—কি বলছো ধ্রুবদা।

ধ্রুব—go to the nunnery then. ওঃ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যাই শুতে যাই।

শান্তা—চল আমিও যাচ্ছি।

[ধ্রুব দরজার কাছ থেকে ফিরে]

ধ্রুব—না, না, আসবে না, কেউ আসবে না।

[ধ্রুব দ্রুত চলে যায়, শান্তা যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে। নিজেকে সামলাতে সোফায় গিয়ে বসে। একটু পরে অজয় ঘরে ঢুকে সোজা বাঁ দিকের দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

অজয়—শান্তা, আজ চলি। অনেক বেলা হ'য়ে গেল। সন্ধেবেলা যেমন আসি, আসব এখন। (কাছে গিয়ে বুঝতে পারে শান্তা কাঁদছে) মন খারাপ কেন করছ।

শান্তা—না কিছুনা।

অজয়—আমাকে বলবে না।

শান্তা—ধ্রুবদা যেন কিরকম হয়ে গেছে।

অজয়—কিছু বলেছে তোমায় ?

শান্তা—আমার সঙ্গেও আজকাল ভালকরে কথা বলে না। সব সময় এড়িয়ে যেতে চায়। আমার মনের যে কিরকম অবস্থা—

অজয়—বোকা মেয়ে। এ নিয়ে কেউ মন খারাপ করে। ধ্রুব এখন অসুস্থ কি বলে কি করে নিজেই জানে না।

শান্তা—তবু মনে শান্তি পাচ্ছি না অজয় দা।

অজয়—ধৈর্য হারালে তো চলবে না শান্তা, বিপদের সময় সংযমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। (আদেশের সুরে) নাও শিগগীরি চোখ মুছে ফেল।

শান্তা—(চোখ মুছে) এক একসময় নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। আপনি না থাকলে আমি যে কি করতাম।

অজয়—ওসব কথা থাক্। যাও দেখ ধ্রুব কি করছে—

শান্তা—অজয় দা।

অজয়—বল।

শান্তা—ধ্রুবদা সেরে যাবে তো ?

অজয়—একথা কেন জিজ্ঞেস করছ ?

শান্তা—অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। সব মিথ্যে হয়ে যাবে। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার অধিকার আমাদের নেই। আমরা আশ্রিতা, আরেকজনকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকি।

অজয়—ছি, ছি শান্তা, এই সব আবোল তাবোল ভেবে মন খারাপ করছ ?

[স্বরূপের প্রবেশ, এদের দুজনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। গলা খেঁকারী দেয়। অজয় উঠে দাঁড়ায়]

অজয়—(শান্তাকে) আর মন খারাপ কর না। আমি সন্ধেবেলা আসব। চলি স্বরূপদা—

[অজয়ের প্রস্থান। শান্তা চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে এগুতে থাকে]

স্বরূপ—(মুখে বিদ্রূপের হাসি) মিথ্যে রসভঙ্গ করলাম।

[কথা বুঝতে না পেরে শান্তা মুখ তুলে তাকাল]

স্বরূপ—সামান্য কু'ঘণ্টার বিরহেই মন খারাপ ?

শান্তা—কি বলছেন।

স্বরূপ—তুমি বুঝতে পারছ না ? ভাগ্যিস্ ধ্রুবর মাথার গোলমাল হ'য়েছিল। তা না হলে বেচারী সহ্য করত কি করে।

শান্তা—কি ?

স্বরূপ—একটা কথা বলবে, ধ্রুব পাগল হওয়ায় তুমি খুসী হও নি ?

শান্তা—(আশ্চর্য হয়ে) আমি, খুসী ?

স্বরূপ—অভিনয়টা আমার সামনে নাই বা করলে, অজয়কে তুমি ভালবাস না ?

শান্তা—(চিৎকার করে) স্বরূপদা চুপ করুন, চুপ করুন। (মাথায় হাত দিয়ে কোচের উপর বসে পড়ে)

[স্বরূপের চোখে হিংস্র দৃষ্টি, ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[ধীরাজবাবুর বৈঠকখানা। আগের দৃশ্যের অনুরূপ। বসে মতিবাবু ফাইল দেখছেন। স্বরূপ পায়চারি করে।]

স্বরূপ—(থেমে) আজকেও তাহলে প্রভাত এলো না—

মতিবাবু—না।

স্বরূপ—হুঁ।

মতিবাবু—বোধহয় আর আসবে না। গোলমাল ও পাকাবেই।

স্বরূপ—ভেবেছিলাম লোকটা বুদ্ধিমান, কথা শুনবে।

মতিবাবু—ওদের আপনি চেনেন না স্যার। এতদিন সময় নিচ্ছিল আর কি। স্ট্রাইক চালাতে গেলেও তো টাকার দরকার, তার যোগাড় করছিল।

স্বরূপ—(চিন্তান্বিত মুখে) ভালো কথা মতিবাবু। কাগজটা আমি পড়েছি। বিশেষ কিছু নয়, তবে ওয়ার্কারদের মধ্যে গোলমাল পাকাতে পারে।

মতিবাবু—সকলেই পড়েছে, আমাকে দেখলে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—

স্বরূপ—হুঁ, কে লিখেছে বলে মনে হয়।

মতিবাবু—নাম তো দিয়েছে বিকর্ন।

স্বরূপ—বিকর্ন তো ছদ্মনাম, আমার মনে হচ্ছে এ প্রভাত কাঞ্জিলাল।

মতিবাবু—আমারও তাই মনে হয়।

স্বরূপ—(হঠাৎ কি যেন ভেবে নিয়ে) মতিবাবু আপনি অফিসে গিয়ে নিতাই মণ্ডলকে ডেকে পাঠান আমি কথা বলতে চাই।

মতিবাবু—বেশ, আমি যাচ্ছি।

[মতিবাবু নমস্কার করে বেরিয়ে যায়। স্বরূপ গম্ভীর মুখে পায়চারী করে। বাড়ীর ভেতর থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে মলয়ার প্রবেশ।]

মলয়া—কই, আজ তোমাদের প্রভাতবাবু আসে নি ?

স্বরূপ—না, কেন ?

মলয়া—চা এনে ছিলাম।

স্বরূপ—আমায় দিয়ে যাও।

মলয়া—আজ বিকেলে তাহলে তোমার কোন কাজ নেই তো ?

স্বরূপ—পার্টির অফিসে যাব। (চায়ে চুমুক দিয়ে) উঃ, চায়ে বড্ড চিনি দিয়েছ।

মলয়া—তোমার কি দিন রাত্তিই কাজ, কোনদিন ছুটি নেই।

স্বরূপ—ছুটি নিয়ে কি করব ?

মলয়া—আমি বলে তাই কিছু বলিনা। অন্য বউ হলে দেখতে, অফিসের পরও কাজ করলে খাতা পত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিত।

স্বরূপ—বাঃ, তুমি তো আজকাল বেশ নভেলী ঢঙে কথা বলতে শিখে গেছ।

মলয়া—যাক, এতদিনে তবু একটা প্রশংসার কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরল। আমার সঙ্গে কি দু' দণ্ড বসে কথা বলেছ কোন দিন ?

স্বরূপ—আচ্ছা একটা ধাঁধার উত্তর দাও দিকি।

মলয়া—ধাঁধা ? হ্যাঁ হ্যাঁ বল, এখনি উত্তর দিয়ে দেব। আমিও অনেক ধাঁধা জানি। সেই যে তিন অক্ষরে নাম মম, প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে খাবার জিনিস হয়, মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে —

স্বরূপ—ওটা থাক, আমারটার উত্তর দাও—

মলয়া—বল, তাহলে একটু ভাল করে বসি।

স্বরূপ—মনে কর একটা লোককে মই দিয়ে গাছে তুলে যদি মইটা সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে কি করবে।

মলয়া—এ আবার কি ধাঁধা, মই না থাকলে লোকটা গাছ বেয়ে নেমে আসবে।

স্বরূপ—তা আসতে পারে। কিন্তু যদি গাছের গায়ে কাঁটা তার জড়ানো থাকে ?

মলয়া—লাফিয়ে নামবে মাটীতে।

স্বরূপ—কিন্তু গাছটা খুব উঁচু হলে ?

মলয়া—লাফ দিলেই মরে যাবে।

স্বরূপ—এতদিনে তোমার একটু বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। আচ্ছা আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। (স্বরূপ উঠে দাঁড়ায়)

মলয়া—বাঃ এই বুঝি তোমার গল্প করা। আর একটু বোসনা।

স্বরূপ—(যেতে যেতে) না এখন একটু দরকার আছে। ঘুরে আসি।

[স্বরূপ বেরিয়ে গেলে মলয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেতরে চলে যায়। ছোটঘর থেকে ধ্রুবর প্রবেশ। স্বরূপের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে যায় বুক শেল্‌ফের দিকে। শান্তার প্রবেশ, হাতে বই]

শান্তা—বইটা খুঁজে পেয়েছি ধ্রুবদা. বৌদির ঘরে ছিল। ওর আজকাল খুব পড়াশুনোর সখ হয়েছে। এস, বস।

[দুজনে চেয়ারে বসে। শান্তা বইএর পাতা ওল্টায়

শান্তা—কোন কবিতাটা পড়ব বল ? প্রার্থনাটা পড়ি ? সেই যে.

গান দাও গান দাও
হে আকাশ হে ধরণী, হে বেদনাতুর
শীতের বনের বায়ু,
হে অনন্ত একতারা সুর
হে রাত্রি শেষের তারা
ক্ষীণ আয়ু হে অশ্রু বরণী
বসন্ত ব্যাকুল শাখা সর্বপত্র ঝরা।
গান দাও গান দাও।
আমারে ডুবাও জলে হাওয়ায় শুকাও,
তবু গান দাও।
হানো ঝঞ্ঝা হানো বাজ
আনো দাবদাহ
ঝর ঝর মৌসুম প্রবাহ

আমাকে ভাসাক
আমার মনের যত কল্প কল্প অন্ধকার রাত
ছিন্ন হয়ে যাক্।
ভাঙো, ভাঙো চূর্ণ করো, চূর্ণ করো
আমারে কাঁদাও
তারপর বুকে তুলে নাও
গান দাও গান দাও।

শান্তা—(সোৎসাহে) তোমার কবিতা শুনতে ভাল লাগছে?

[ধ্রুব মাথা নেড়ে সায় দেয়]

শান্তা—মনে আছে, কতদিন এই কবিতা আমায় পড়ে শুনিয়েছো?

[ধ্রুব হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

শান্তা—চলনা আমরা কোথাও বেড়াতে যাই, তুমি, আমি, মা, জ্যাঠামনি, কত ভাল ভাল জায়গা আছে; দিল্লি, আগ্রা, কাশী—

ধ্রুব—শিলং—

শান্তা—(আশ্চর্য হয়ে) শিলং, যাবে ওখানে?

[বাঁদিকের দরজা দিয়ে ডাক্তার ও অজয়ের প্রবেশ]

শান্তা—ধ্রুবদা আজ অনেক ভাল আছে।

অজয়—তাই না কি?

শান্তা—আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার—খুব ভাল। (ধ্রুবর কাছে এগিয়ে গিয়ে) ধ্রুববাবু, এখন কিরকম আছেন? (কোন সাড়া না পেয়ে) আমাকে দেখলেই আপনার যত রাগ। এই তো শুনলাম, বেশ গল্প করছিলেন, আমার সঙ্গে ভাব করবেন না? (ধ্রুব জিব বার করে দেয়)

ডাক্তার—বা বেশ পরিষ্কার আছে।

ধ্রুব—বেশ পরিষ্কার, খুব পরিষ্কার কিন্তু ভেতরটা ভীষণ নোংরা। উঃ কি নোংরা, (হাতটা দেখতে দেখতে) ধুয়ে আসি।

[ধ্রুব বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, শান্তাও পেছনে যায়]

ডাক্তার—এসব পাগলামী আস্তে আস্তে যাবে, তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল, আরও কিছুদিন দেখুন সুবিধে থাকলে বিদেশে ঘুরিয়ে আনতে পারেন। তাতে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাবেন।

অজয়—স্বরূপদাকে তাই বলব।

ডাক্তার—আর কিছু জানতে পারলেন না কি? পাগল হবার ঠিক আগে সুস্থ অবস্থায় কি কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন।

অজয়—শান্তা ধ্রুবর লেখা কয়েকটা চিঠি আমায় পড়ে শুনিয়েছে।

ডাক্তার—আচ্ছা, বেশ স্বাভাবিক লিখেছেন।

অজয়—হ্যাঁ—চিঠিতে কোন গোলমাল নেই, তবে মনে হয় অনেকগুলো বিষয় ও খুব সিরিয়াসলি ভাবছিল। কয়েকটা জায়গা আমি নোট করে রেখেছি। শুনুন—(পকেট থেকে কাগজ বের করে পড়ে শোনায়) এক জায়গায় লিখেছে—"আমাদের নেতারা চিরদিন অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন। আমার কি ভয় হয় জান শান্তা, যারা শুধু ভাঙ্গনের দেবতার পুজো করে এসেছেন তারা আজ দেশকে গড়বেন কি মন্ত্র দিয়ে? তুমি হয়তো নজির দেখাবে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের মধ্যে যে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে সেখানেও তো সৃষ্টির কাজ থামেনি। আমি তার উত্তরে বলব একটা বাড়া সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে নতুন ভিৎ গেঁথে সেখানে হয়তো আরও সুন্দর প্রাসাদ গড়া যেতে পারে। কিন্তু সেই ভাঙ্গা বাড়ীটাকেই মেরামৎ করিয়ে সৌখীন করে সাজালেও তার বনেদ কোনদিন পাকা হয় না। সে একদিন ভেঙ্গে পড়বেই।

ডাক্তার—হুঁ, উনি কি খুব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন?

অজয়—কোন দলে তো ছিল না জানি এমনকি রাজনীতির ছাত্রও ও নয়।

ডাক্তার—আচ্ছা আর কি লিখেছেন?

অজয়—এক জায়গায় লিখেছে এ নকল সভ্যতা বাঁচতে পারে না। ভিৎ যার দুর্বল তা টিকে থাকবে কিসের জোরে। আমরা নেমে যাচ্ছি। দিনে দিনে

আমাদের অধঃপতন হয়েছে। তার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। আবার বলছি তোমায়, এদেশের সমস্যা খাদ্যের নয়, বস্ত্রের নয়, প্রকৃত শিক্ষার।

ডাক্তার—ভদ্রলোক খুব চিন্তাশীল।

অজয়—আবার এক সাধুর কথা লিখেছে। আমি যে সাধুজীর কাছে যাই, আগের চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম। তিনি সত্যিই জ্ঞানী। উনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। উনি বলেন, সংসারীদের মধ্যে যে অবিশ্বাস যে সংশয় তার মধ্যে দিয়ে কি করে সুস্থ জীবন গড়ে উঠবে। আমি আজ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এই ওর শেষ চিঠি।

ডাক্তার—কতদিন আগে লেখা।

অজয়—প্রায় এক মাস আগে।

ডাক্তার—আচ্ছা এই সাধুটির বিষয় আর কিছু জানেন?

অজয়—না।

ডাক্তার—আমার মনে হয় এঁর কাছ থেকে হয়তো অনেক কথা জানা যেতে পারে যা। ন লোক ঠান।

অজয়—ওর পিসেমশাই ধ্রুবকে কলকাতায় নিতে এসেছিলেন তাকে চিঠি লিখেছি এই সাধুর বিষয় জানবার জন্য।

ডাক্তার—আচ্ছা অজয়বাবু তাহলে আমি চলি। স্বরূপবাবুর সঙ্গে তো দেখা হল না। আপনি বলে দেবেন আমি কাল আবার আসবো।

অজয়—ঠিক আছে।

[দুজনে নমস্কার বিনিময় করে। ডাক্তার বাঁদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই শান্তা ঢোকে]

শান্তা—অজয়দা।

অজয়—ডাক্তার বলে গেল ধ্রুব ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে।

শান্তা—অজয়দা।

[অজয় শান্তার গলায় অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হয়]

অজয়—কি শান্তা, কিছু বোলবে?

শান্তা—একটা কথা আপনাকে জানাতেই হবে।

অজয়—কি বল না।

শান্তা—ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু না, আপনার জেনে রাখাই ভাল. তারপর যা ভাল বুঝবেন।

অজয়—এত ভনিতা করছ কেন ? কি হয়েছে ?

শান্তা—স্বরূপদা কদিন থেকেই—

অজয়—হ্যাঁ বল।

শান্তা—আপনাকে আর আমাকে নিয়ে—

অজয়—কি বল ?

শান্তা—কত রকম কথা বলেন। মনে হয়—

অজয়—ও, সন্দেহ ? (একটু থেমে) ও নিয়ে কিছু ভেবোনা।

শান্তা—কিন্তু স্বরূপদাকে আমার ভয় হয়।

অজয়—এতে আর ভয়ের কি আছে ? তুমিতো জানো, যাতে তোমার অনিষ্ট হয় এরকম কোন কাজ আমি করবো না। যদি মনে কর স্বরূপদা চাননা আমি এ বাড়ীতে আসি, আর আসব না।

শান্তা—সেতো খুবই সোজা কথা। কিন্তু যা সত্যি নয়—

অজয়—তা জানি। কিন্তু বিশ্বাস করবে কে ? এই কদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে এত বেশী মেশাটাই ভুল হয়েছে।

শান্তা—ভুল নয় অজয়দা, এ আমার ভাগ্য। তা নাহলে এরকম হল কেন ? ধ্রুবদার অসুখ, স্বরূপদার এই ব্যবহার আপনিও হয়ত চলে যাবেন—

অজয়—না, চলে আমি যাব না শান্তা। তাহলে তোমার স্বরূপদা যে মিথ্যে অভিযোগ করেছেন তা সত্যি বলেই মনে হবে তবে তোমার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলবো। প্রথম প্রথম হয়তো তোমাদের কষ্ট হবে। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে যাবে। সইতে পারবে না শুধু বৌদি। ও বেচারী সত্যিই একলা পড়ে যাবে।

শান্তা—(ধরাগলায়) আমিও কি কম একলা পড়ে যাব অজয়দা।

অজয়—(সংযত কণ্ঠে) মনে এই বিশ্বাস রেখ শান্তা, যা সত্য তার জয় একদিন হবেই।

শান্তা—কিন্তু মনটাকে যে কিছুতেই শক্ত রাখতে পারি না। কত দুর্বল হয়ে পড়ি। একা একা ভয় করে। আজ ধ্রুবদা ভালো থাকলে আমার কোন চিন্তাই ছিল না।

অজয়—(গাঢ়স্বরে) আমাকে যখন তোমার দরকার হবে, জানিও। যাই আমি একবার ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করে আসি।

[অজয় ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। শান্তা শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। মলয়া হাতে ধুনো নিয়ে ঘরে ঢোকে। আলোটা জেলে দেয়।]

মলয়া—একি, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও গা ধোওনি, তোমারও হয়েছে বেশ, যেন বিরহিনী সীতা। কি ঠিক বলিনি ? বিরহিনী মানে তো দুঃখীনি।

শান্তা—যাই এবার তৈরী হয়েনি।

মলয়া—তা তো যাবেই, আমার সঙ্গে কথা বলতে হলেই তোমার যত কাজ পড়ে যায়। রাজ্যের লোকের সঙ্গে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বল।

শান্তা—চুল বাঁধিনি বলে তুমিই তো তাড়া মারছিলে।

মলয়া—আচ্ছা বাবা আর তাড়া মারবো না। অজয় ঠাকুরপো কোথায় গেল গো ?

শান্তা—ধ্রুবদার কাছে।

মলয়া—ও, ওই ঘরে, তাহলে আমি কি করি, আমার যে খুব দরকারী কথা আছে। তুমি ভাই একটু বলে দিও না, আমি একবার ডেকেছি, তোমাকে কিন্তু বলব না।

শান্তা—বেশ তো অজয়দাকে ডেকে দিচ্ছি।

মলয়া—(শান্তার মুখটা ভাল করে দেখে)। কি ভাই রাগ করলে ?

শান্তা—না, না, রাগ কোরবো কেন ?

মলয়া—আচ্ছা বলছি শোন, কাউকে বোল না কিন্তু।

শান্তা—তোমাকে নিয়ে আর পারব না বৌদি, আমি তো বলছি অজয়দাকে বোল।

মলয়া—(নাছোড়বান্দা হয়ে) নিশ্চয়ই তুমি রাগ করেছ।

[দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে স্বরূপ ঘরে ঢোকে]

স্বরূপ—না না, আসুন আসুন। বাবা মোটেই বিরক্ত হবেন না, বরং আপনারা এসেছেন শুনলে খুসীই হবেন। (পেছনের দরজার কাছে গিয়ে) শুনছ, বাবাকে একটু ডেকে দাওতো।

[ফিরে এসে ভদ্রলোকদের সঙ্গেই সোফায় বসে ; ভদ্রলোকদের মাঝারি বয়স, ধুতি পাঞ্জাবী পরা]

১ম ভদ্র—ধীরাজবাবুকে রাজী করাতেই হবে। আপনাকে না পেলে আমি বোলে দিচ্ছি একটা সিট আমাদের পার্টি হারাবে। বিনয়বাবুকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

স্বরূপ—আমি তো বুঝতে পারছি কিন্তু বাবাকে বোঝান, হাজার হোক পুরোন যুগের মানুষ। জানেন তো বিনয়বাবুর সঙ্গে রেভলিউশানারী পার্টিতে কতদিন ছিলেন।

২য় ভদ্র—সে সব আমরা জানি, কিন্তু এটা হোল কর্তব্য, দেশের কাজ।

স্বরূপ—(কান খাড়া করে শুনে) ঐ বাবা নামছেন। আমি নিয়ে আসি, উনি আবার চোখে ভাল দেখতে পান না তো— [প্রস্থান]

২য় ভদ্র—তাহলে কি আর আমাদের হয়ে ছেলেকে দাঁড় করাতে রাজী হবেন ?

১ম ভদ্র—আরে বাবা নিজের ছেলে এম, এল, এ হবে, কোন বাবা মত না দিয়ে থাকবে শুনি ? স্বরূপবাবুকে পেলে আমাদের আর ভাবনা নেই। বেশ শাঁসালো লোক। যথেষ্ট খরচা করবে। টাকা না থাকলে কি আর ইলেকশানে জেতা যায় ?

[ধীরাজবাবু আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকেন, এরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে, অজয় ধীরাজবাবুর পেছনে ঢোকে, তাঁকে সোফার দিকে এগিয়ে দিয়ে পাশের টেবিলের কাছে দাঁড়ায়]

ধীরাজ—নমস্কার, বসুন, তার পর আমার কাছে কি প্রয়োজন ?

১ম ভদ্র—একটি ভিক্ষা আছে।

ধীরাজ—এতো নতুন কথা শুনছি, কি ব্যাপার ?

১ম ভদ্র—আপনার ছেলেটিকে আমাদের চাই।

ধীরাজ—ছেলে তো আমার দুটি।

১ম ভদ্র—আজ্ঞে স্বরূপবাবুর কথা বলছি। এবারে ইলেকসানে ওঁকে আমাদের পার্টির হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ধীরাজ—এসেম্বলীর জন্যে ?

১ম ভদ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধীরাজ—এই দিক থেকে।

১ম ভদ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধীরাজ—না, না, সে হয় না।

স্বরূপ—আমিও তো তাই বলছি, তা কি করে হবে ?

১ম ভদ্র—কেন ?

ধীরাজ—বিনয়কে আপনারা প্রার্থী নির্বাচন না করে স্বরূপকে নেবেন, এতে আমি কি করে মত দেব, জানেন তো বিনয় আমার—

১ম ভদ্র—আমরা সব জানি, তিনি আপনার বাল্যবন্ধু, সহকর্মী, ঠিক কথা, কিন্তু বন্ধুত্ব বড় না দেশের কাজ ?

ধীরাজ—তার মানে ?

১ম ভদ্র—কিছু মনে করবেন না। আজ আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশের লোক এখন বিনয়বাবুকে চায় না। জনমত আজ তাঁর বিরুদ্ধে।

ধীরাজ—কিন্তু কেন ? বিনয় সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক।

১ম ভদ্র—সব সত্যি কথা, সেই জন্যেই আগের বছর তাকে দাঁড় করিয়েছিলাম, কিন্তু এসেম্বলীতে ঢুকে তিনি সে কথা ভুলে গেলেন, মনে করলেন তিনিই সব, আমাদের পার্টির কোন দাম নেই। একটা নির্দেশ মানলেন না। সে লোককে কি করে আমরা আবার দাঁড় করাব !

২য় ভদ্র—মানে বুঝুন, পার্টির একটা ডিসিপ্লিন বলে তো জিনিস আছে, সভ্যরাই যদি তা না মানেন, তাহলে পার্টির আদর্শ কোথায় থাকে বলুন ?

স্বরূপ—সেটা অবশ্য সত্যি কথা। ডিসিপ্লিন থাকা খুব দরকার।

১ম ভদ্র—তাছাড়া, এবার উনি নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন, তার কি ফল হয়েছে দেখছেন তো ? মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছেন, একজনও শোনেনি, তবু নিজের গোঁ ছাড়বেন না।

ধীরাজ—এ আপনারা অন্যায় আবদার করছেন। আপনারা বুঝতে পারছেন না বিনয়ের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। ও শুধু তো আমার বন্ধু নয়, সহকর্মী ; সুখে দুঃখে বিপদে আপদে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করেছি।

১ম ভদ্র—বিনয়বাবুর past career নিয়ে কিছু বলবার নেই, তবে আজকের দিনে তিনি অচল, কারণ এ যুগের সঙ্গে সেদিনের রাজনীতির অনেক তফাৎ।

২য় ভদ্র—তাছাড়া স্বরূপবাবুর কথাটা একবার বিবেচনা করুন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ওঁর মত লোকের আসা দরকার।

ধীরাজ—কিন্তু স্বরূপকেই যে লোকে চাইবে তাই বা আপনারা কি করে বুঝলেন ?

১ম ভদ্র—নিশ্চয় চাইবে, আপনি দেশের জন্য যে কত ত্যাগ করেছেন, কতবার জেলে গেছেন তা কে না জানে ? শরীর ভাল থাকলে, আপনাকে পেলে তো দেশবাসী ধন্য হোত, কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, আপনার ছেলেকে পেলেও তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পাবে, যে আপনার উপদেশ তারা পরোক্ষভাবে পাবে, অর্থাৎ স্বরূপবাবুর কাজের মধ্যে দিয়ে।

২য় ভদ্র—বিবেচনা করুন আপনার ছেলের মত কৃতী বাঙ্গালী আর কজন আছে ? স্বরূপবাবুর সামনেই বলছি, এত বড় নামকরা ব্যবসাদার অথচ কি অমায়িক ! এ শুধু আপনার ছেলে বলেই সম্ভব।

ধীরাজ—আপনারা আমায় বড় বিপদে ফেললেন। একদিকে নিজের ছেলে আর একদিকে বিনয়ের মত বন্ধু, আমি কোন পক্ষে মত দিই। (ভেবে) আমায় কিছু সময় দিন। পরে জানাব।

১ম ভদ্র—আমরা যেন তাড়াতাড়ি জানতে পারি। বুঝতেই তো পারছেন সেই মত বিলিব্যবস্থা করতে হবে।

২য় ভদ্র—মানে বুঝুন, সেই মত organise করতে হবে তো।

ধীরাজ—যত শীঘ্র সম্ভব, জানাব। নমস্কার।

দুজনে—নমস্কার।

[স্বরূপ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়]

১ম ভদ্র—কাল পার্টির অফিসে আসছেন তো।

স্বরূপ—যদি আদেশ করেন তো যাব।

[তারা নমস্কার বিনিময় করে চলে যায়। স্বরূপ ধীরাজবাবুর কাছে ফিরে আসে।]

ধীরাজ—আমার মনে হয় এই ইলেক্‌সানে তুমি না দাঁড়ালেই ভাল করবে।

স্বরূপ—আমি তো নিজে থেকে ঠিক দাঁড়াতে চাইনি। এঁরা কদিন থেকেই আমার কাছে আসছেন। পার্টির হয়ে দাঁড়াবার যোগ্য লোক পাচ্ছেন না। দুতিনবার ফিরিয়ে দিয়েছি। শেষে যখন কিছুতেই ছাড়েন না, তোমার কাছে নিয়ে এলাম।

ধীরাজ—কিন্তু বিনয় কি মনে করবে?

স্বরূপ—এতে তো ওঁর মনে করার কিছু নেই। ইলেকসানে হারজিৎ আছেই।

ধীরাজ—তা আছে। তবে দেখ বিনয় আমাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। আমার ছেলে দাঁড়াচ্ছে শুনলে হয়তো সে নিজে দাঁড়াতেই চাইবে না।

স্বরূপ—এ সব sentiment-এর দাম আমি কোনদিনও দিই না। ইলেক্‌সান হচ্ছে পার্টির লড়াই। তাতে রাম দাঁড়াল কি শ্যাম দাঁড়াল তা নিয়ে কি এসে যায়। অবশ্য তুমি যদি মনে কর আমার কাজ করবার ক্ষমতা নেই, তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

ধীরাজ—না, তা নয়। আমি ভাবছি বিনয় প্রবীণ লোক। এতদিনের অভিজ্ঞতা।

স্বরূপ—তাহলে তো নবীনরা কাজ করার কোনদিনও সুযোগ পাবে না। তোমরা যখন দেশের সেবা করতে, university ছেড়ে দিয়েছ তখন তোমাদের

বয়স কত। আমরা যদি এখনও না দেশের কাজ সুরু করি তাহলে কবে করবো।

ধীরাজ—তুমি যা করছ, এও তো দেশের কাজ। কতগুলি পরিবারের অন্নবস্ত্রের তুমি ব্যবস্থা করেছ।

স্বরূপ—লোকে তো সেদিক দিয়ে ভাবে না। তারা চায় তোমার ছেলে তোমার মতই পার্টির হয়ে দেশের কাজ করুক। তাছাড়া আমার নিজেরও তো ইচ্ছে করে।

ধীরাজ—হুঁঃ, এও সত্যি। আমরা বুড়ো হচ্ছি, কদিন আর কাজ করবো। তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। (একটু থেমে) আমাকে একটু ভাবতে দাও।

স্বরূপ—বেশ তো, পরে জানালেই হবে।

ধীরাজ—(উঠতে উঠতে) সেদিনের সঙ্গে কি আজকের রাজনীতির কোনই মিল নেই! যুগটা কি এতই বদলে গেল! কি জানি বুড়ো হচ্ছি। মাথাটা ঠিক আগের মত কাজ করে না। (পিছনের দরজা দিয়ে ধীরাজবাবুর প্রস্থান। স্বরূপ সিগারেট ধরায়, ডেস্কে বসে কাগজ কলম দিয়ে নোট লেখে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সতীর প্রবেশ)

সতী—স্বরূপ! আমাকে বাবা কাল একবার কালীঘাটে যেতে হবে। গাড়ীটা কাল পাব?

স্বরূপ—(সিগারেট লুকিয়ে) আবার কি মানত্ করলে কাকীমা!

সতী—মানত্ আর কি। ধ্রুবর জন্যে।

স্বরূপ—বেশ তো কখন গাড়ী চাও বল। ড্রাইভারকে বলে রাখবো।

সতী—দশটা নাগাদ হলেই হবে।

স্বরূপ—ঠিক আছে।

সতী—দাদা ধ্রুবর জন্যে খুবই ভাবছেন। আমার তো মনে হয় ক্রমশঃ ভালই হচ্ছে।

স্বরূপ—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুও তাই বলছিলেন।

সতী—অজয় বলছিল, লালপুরে সাধুজীর কাছে লোক পাঠাতে। সেখানে হয়তো ধ্রুবর বিষয় আরও কিছু জানা যাবে।

স্বরূপ—আমার তা মনে হয় না। মাথার এখন ঠিক নেই। তাই বার বার সাধুজীর নাম করে।

সতী—আমায় কিন্তু অনেকবার বলেছে।

স্বরূপ—অজয়ের কথা ছাড়। সবতাতে ওর উল্টো পাল্টা ভাবনা। ওকে বারণ করে দিও ধ্রুবর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে না আলোচনা করে।

সতী—তাই বারণ করে দেব। (সতী চলে যাচ্ছিল।)

স্বরূপ—কাকীমা! শান্তার তো সামনেই পরীক্ষা। আমি ভাবছিলাম একজন ভাল প্রফেসর রাখলে কি হয়।

সতী—অজয় তো দেখছেই। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে···

স্বরূপ—দরকার থাকলে প্রফেসর রাখতে হবে বৈকি। দেখ অজয় ধ্রুবর বন্ধু। ওকে তো টাকা নেওয়ার কথা বলা যায় না অথচ রোজ রোজ পড়িয়ে যায়। সেটা ভাল দেখায় না।

সতী—সে তুমি যা ভাল বোঝ কোর। তবে শান্তার সঙ্গে একটু কথা বলে নিও। যা জেদী মেয়ে। আমি দেখি আবার—রান্নাবান্নার কতদূর হ'ল। এ নতুন ঠাকুর যা এসেছে, একেবারে কাজের নয়।

স্বরূপ—আমিও একটু বেরব কাকীমা।

সতী—বেশী দেরী করো না।

স্বরূপ—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব।

[সতী চলে গেলে স্বরূপ নোট লেখা কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখে। টেলিফোন গাইড্ থেকে কি একটা নম্বর দেখে। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় একটু পরে। মলয়া ও অজয়ের প্রবেশ]

মলয়া—অজয় ঠাকুরপো, তুমি এক ছেলে বাবা। কখন থেকে একটা কথা বলব বলে বসে আছি।

অজয়—আমাকে দেখে বুঝি কথা মনে পড়ল ?

মলয়া—না না একবার শান্তাকে বল্লাম, সে যা মেয়ে বোধ হয় দোতলায় উঠতে উঠতেই ভুলে গেছে। ঠাকুরপোর ঘর থেকে যাও বা বেরুলে নীচে এসে বাবার কাছে বসে গেলে। আমি কখন কথা বলব ?

অজয়—(ম্লান হেসে) আচ্ছা বৌদি, এত তো আমায় খুঁজছেন। কিন্তু কাল থেকে যদি আর না আসতে পারি ?

মলয়া—সে আবার কি কথা ?

অজয়—সত্যি বলছি। এমন একটা কাজ পড়েছে যে সকাল সন্ধ্যে আট্‌কে রাখবে।

মলয়া—না ভাই, অমন অলুক্ষুণে কাজ তুমি নিও না।

অজয়—তা বল্লে কি হয়, রোজগার না করলে আমায় খেতে দেবে কে ?

মলয়া—(হেসে) বাজে কথা রাখ। অতই যদি খাবার ভাবনা, আমার কাছে এসে খেও। (ব্যস্ত হয়ে) আঃ, যে কথাটা বল্‌তে এসেছি তাতো শুনছই না—

অজয়—বলুন, বলুন।

মলয়া—(হেসে) আজ স্বীকার করেছেন আমার বুদ্ধি আছে।

অজয়—কে ?

মলয়া—আঃ, কে আবার উনি।

অজয়—স্বরূপদা, এতদিনে বাদে !

মলয়া—সত্যি বলছি, আমি ঐ শেফালীর কথাগুলো সব ঠিক ঠিক বলে দিয়েছি।

অজয়—শেফালী আবার কে ?

মলয়া—ঐ যে গো, তোমাদের মঞ্জরী বসু। পথের স্বরে শেফালীর পার্ট করল না ? সেই যে তার স্বামীকে বলছে সন্ধ্যের পরও অফিসের কাজ করলে খাতাপত্র ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেব।

অজয়—চমৎকার, তার পর ?

মলয়া—উনি খুব খুসী হলেন। একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দিলাম।

অজয়—ধাঁধা ?

মলয়া—হ্যাঁ গো, মইয়ের ধাঁধা।

অজয়—কিসের ?

মলয়া—মই, মই—

[ধ্রুবর প্রবেশ]

ধ্রুব—কোথায় একটা মই ছিল, খুব বড়। না একটা ঘোড়া ছিল, এমন ছুটতে পারত—

[মলয়া ভয়ে ভয়ে অজয়ের চেয়ারের পেছনে চলে যায়। অজয় উঠে ধ্রুবর দিকে এগিয়ে আসে]

অজয়—(হেসে) ধ্রুব, তুই সেই চালমারার গল্পটা বলছিস্ ? জান বৌদি, দুই বন্ধুতে গল্প করছে। একজন বলছে—

ধ্রুব—আমার ঠাকুর্দার মস্ত বড় দালান ছিল, মস্ত বড়—

অজয়—এত বড় যে একটা ঘোড়া তিরিশ মাইল বেগে ছুটলে তার ছমাস লাগত দালানের একদিক থেকে আর একদিক পৌঁছতে। তাই শুনে তার বন্ধু বল্লে—

ধ্রুব—আমার ঠাকুর্দার একটা মস্ত বড় মই ছিল, তাই দিয়ে চাঁদে যাওয়া যেত—

[অজয় আর মলয়া জোরে হেসে ওঠে, তাইতে ধ্রুবর কথা গুলিয়ে যায়।]

অজয়—তখন সেই প্রথম বন্ধু রেগে গিয়ে বল্লে ডাহা মিথ্যে কথা, তোর ঠাকুর্দা অত বড় মইটা রাখত কোথায় শুনি ? তখন দ্বিতীয় বন্ধু জবাব দিলে কেন তোর ঠাকুর্দার দালানে।

[তিনজনেই হেসে ওঠে, শান্তা ঘরে ঢোকে]

শান্তা—বাবা, হাসির ধুম পড়ে গেছে যে। কি ব্যাপার বৌদি ?

মলয়া—ঠাকুরপো একটা খুব মজার গল্প বলছে, শোন—

[শান্তাকে টেনে নিয়ে মঞ্চের ডানদিকে এসে মলয়া হেসে কথা বলে। অজয় ও ধ্রুব কথা বলতে বলতে পিছনের ছোট বারাণ্ডার দিকে চলে যায়।]

মলয়া—আমার কিন্তু আর ঠাকুরপোকে ভয় করছে না।

শান্তা—সত্যি ?

মলয়া—আমি অজয় ঠাকুরপোকে একটা মই-এর ধাঁধা বলছিলাম, এমন সময় ঠাকুরপো এসে গল্প জুড়ে দিলে।

শান্তা—কিসের গল্প ?

মলয়া—(ভীষণ হাসতে হাসতে) একজনের একটা মই ছিল, সেটা আর একজনের দালানে গিয়ে রেখেছে—

শান্তা—এতে হাসবার কি আছে ?

মলয়া—আমি সব বলতে পারলাম না কিন্তু খুব মজার গল্প।

শান্তা—তাহলে এত হাসছ কি করে ?

মলয়া—মনে পড়ে যাচ্ছে যে, এমন হাসির কথা। তার মধ্যে একটা ঘোড়া ছুটছে—

শান্তা—ঘোড়া আবার কোথায় ছুটল ?

মলয়া—সেকি, চাঁদে যাবে না ?

শান্তা—কে, ঘোড়াটা ?

মলয়া—অজয় ঠাকুরপো, শোন কথা। শান্তা যা বোকা, জিজ্ঞেস করছে ঘোড়াটা বুঝি মইয়ে চড়ে চাঁদে চলে গেছে ?

অজয়—এখনও ঐ গল্পটা চল্‌ছে ?

[টেলিফোন বেজে ওঠে। অজয় গিয়ে রিসিভার তুলে আস্তে কথা বলে]

শান্তা—বৌদি, এবার তো তোমার ভয় ভেঙেছে। যাও গিয়ে ধ্রুবদাকে জিজ্ঞেস কর এখন কিছু খাবে কিনা—

মলয়া—দেখি, যদি হরলিক্‌স্ খায়—

মলয়া—(একটু এগিয়ে) ঠাকুরপো, হরলিক্‌স্ খাবে ?

ধ্রুব—বড্ড গরম।

মলয়া—ঠাণ্ডা করে নিয়ে আসব ?

অজয়—(টেলিফোন ধরে জোরে কথা বলে) না, স্বরূপবাবু নেই। বাড়ী

ফেরেননি এখনও। হ্যাঁ, বলুন। আপনি কে কথা বল্‌ছেন, ম্যানেজারবাবু? বলুন। খুন! খুন হয়েছে? কে? প্রভাতবাবু! কোথায়! আফিসের মধ্যে? কখন? আশ্চর্য, পুলিশও এসে গেছে? বেশ স্বরূপদা এলেই আমি বল্‌ছি। (একটু চুপ করে শুনে অজয় টেলিফোন রেখে দেয়)।

মলয়া—(ব্যস্ত হয়ে) কোন প্রভাত, রোজ সন্ধ্যেবেলা যে এখানে আসে?

অজয়—হ্যাঁ, তাকে খুন করেছে।

শান্তা—কেন খুন করলে?

অজয়—আমরা তো কিছুই জানিনা, স্বরূপদা এলে তবে বুঝতে পারবো।

শান্তা—এসব কথা এর মধ্যে না আবার জ্যাঠামণির কানে যায়। বৌদি, স্বরূপদা কোথায় জান?

মলয়া—আমায় তো বলে যায় নি। অফিসেই গেছে বোধহয়—

অজয়—না, অফিসে নেই। ম্যানেজারবাবু তাই বল্লেন।

মলয়া—আহা, অমন শান্তশিষ্ট লোকটাকে মেরে ফেল্লে। কে এমন সর্বনাশ করলে গো?

[বাইরে দরজায় ধাক্কার শব্দ, গলার আওয়াজ]

ধ্রুব—পৃথিবী কাঁদছে। এই তার বোবা কান্না। ছেলের জন্যে মা কাঁদছে সেতো কাঁদবেই, কিন্তু যদি সৎ মা হত?

শান্তা—অমন কর না ধ্রুবদা, তোমার গা কাঁপছে।

ধ্রুব—মাটী কাঁপছে, বাড়ী কাঁপছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, এ কাঁপুনি থামবে না।

অজয়—(ধ্রুবকে ধরে) এখানে বস্‌। এখুনি স্বরূপদা আসবে।

মলয়া—ঠাকুরপোকে ঘরে শুইয়ে দাও।

অজয়—শুতে ইচ্ছে করছে? চল্‌ আমার সঙ্গে চল।

ধ্রুব—(এগিয়ে যেতে যেতে) দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, খুলে দিই।

অজয়—তুই দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। শান্তা ধ্রুবকে সামলে রাখ—

[অজয় চলে যায়, শান্তা ধ্রুবর কাছে সরে আসে]

শান্তা—চল, ওপরে যাবে ?

[ধ্রুব কোন কথা না বলে আরাম কেদারাটায় গিয়ে বসে। মলয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বৃদ্ধের চেঁচামেচিতে আবার ফিরে আসে। অজয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের প্রবেশ। বয়স ষাটের ওপর, সাদা চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ী। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে]

বৃদ্ধ—কর্তাবাবু কোথায়, কর্তাবাবু ?

অজয়—তিনি ওপরে বিশ্রাম করছেন।

বৃদ্ধ—আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।

অজয়—খুব জরুরী দরকার কি ? নয়ত একটু বসুন স্বরূপবাবু এলে—

বৃদ্ধ—স্বরূপবাবু তো আমার কথা বুঝতে পারবেন না। পুত্রশোক উনি কি বুঝবেন। আমি কর্তাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব—

ধ্রুব—প্রভাত কাঞ্জিলাল।

বৃদ্ধ—হ্যাঁ আমার ছেলে, একমাত্র ছেলে। তাকে ওরা মেরেছে।

অজয়—ধীরাজবাবু তো কারখানার কোন খবরই রাখেন না, উনি এ বিষয়ে আর কি জানবেন ?

বৃদ্ধ—জানবেন, সব জানবেন। যিনি দেশের জন্যে সারা জীবন খেটেছেন, তিনি তো এত বড় অন্যায় সহ্য করতে পারবেন না—

ধ্রুব—(চেঁচিয়ে) বাবা, বাবা, (মাথায় হাত রেখে বসে পড়ে)

বৃদ্ধ—কর্তাবাবু কোথায় কর্তাবাবু—

[ধীরাজবাবুর প্রবেশ]

ধীরাজ—কে আমায় ডাকছে ?

বৃদ্ধ—(উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে) আমি।

ধীরাজ—কে আপনি ?

বৃদ্ধ—আমার ছেলেকে খুন করেছে—

ধীরাজ—খুন, সেকি, কারা ?

বৃদ্ধ—আপনার কোম্পানীর লোকেরা—

ধীরাজ—কেন ?

বৃদ্ধ—তাই ত জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

ধীরাজ—আমি তো কিছু জানি না। স্বরূপ কোথায়, স্বরূপ ?

অজয়—উনি এখনও ফেরেন নি—

ধীরাজ—(থতমত খেয়ে) কিন্তু ও না এলে তো আমি এঁর কথার জবাব দিতে পারব না।

বৃদ্ধ—রাজা দশরথ না জেনে সিন্ধুমুনিকে বধ করেছিলেন। কিন্তু পুত্রশোকে অধীর হয়ে অন্ধ মুনি তাঁকে অভিশাপ দিলেন। আমি কাউকে অভিশাপ দিতে আসিনি, আমি শুধু অনুরোধ করতে এসেছি, যে আমার ছেলেকে মেরেছে সে আমাদের দুই বুড়োবুড়ীকেও মেরে ফেলুক। তার মাকে আমি কি বলে সান্ত্বনা দেব ?

ধীরাজ—আপনি শান্ত হোন। আমার ছেলে ফিরে আসুক, সে নিশ্চয় সুবিচার করবে—

বৃদ্ধ—বিচার ! কার করবে ? কে করবে, কেন করবে ? এদেশে তো সুবিচার হয় না। এই তো দেখছেন ভগবানের বিচার, বুড়ো বাপ-মার সামনে ছেলে মরে যায়। সেখানে মানুষ আর কি বিচার করবে—

[স্বরূপের প্রবেশ, বিরক্তমুখে সকলের দিকে তাকায়]

স্বরূপ—এখানে আবার কি হচ্ছে ?

ধীরাজ—এই যে স্বরূপ, এঁর ছেলেকে কারা খুন করেছে, উনি জিজ্ঞেস করতে এসেছেন—

স্বরূপ—(থামিয়ে দেয়) আপনি প্রভাতের বাবা ?

[বৃদ্ধ মাথা নেড়ে সায় দেয়]

স্বরূপ—এখানে কেন এসেছেন ?

বৃদ্ধ—একটা কথা জানতে, কেন, কেন তাকে খুন করল ?

স্বরূপ—যারা খুন করেছে তাদের কাছে গেলেন না কেন ?

বৃদ্ধ—কেউ তো কিছু আমায় বলছে না।

স্বরূপ—প্রভাতকে খুন করেছে ওরই দলের লোকেরা।

বৃদ্ধ—কিন্তু কি অপরাধে?

স্বরূপ—ওরা বলে প্রভাত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা বলে, ও কোম্পানীর দালাল।

বৃদ্ধ—এত সত্যি নয়!

স্বরূপ—আমি তো জানি তা সত্য নয়। কিন্তু যারা ওকে মেরেছে তারা তো এসব কথা বোঝে না। অবশ্য আমি তাদের জন্যে উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। যতগুলি দলের পাণ্ডা ছিল পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ—না না তা কি করে হবে। সে তো কোন অনিষ্ট করেনি। ভালো করতেই চেয়েছিল।

স্বরূপ—অধীর হবেন না। আমার কথাটা শুনুন, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, এই শেষের ক'দিন প্রভাতের কতখানি পরিবর্তন হয়েছিল? ও আমাকে নিজে বলেছে, চিরকাল ও ভাবত মালিকরা ওদের শত্রু। কিন্তু আজকাল ওর ধারণা অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। বুঝেছিল মালিক আর শ্রমিক একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করলে তবেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা যাবে। প্রভাতের সঙ্গে আমি এমন একজনকে হারালাম, যার সংখ্যা খুবই বিরল।

বৃদ্ধ—এইখানেই প্রভাত সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল। সে কেন বুঝলে না উঁচুর সঙ্গে নীচুর হাত কখনো মেলে না।

স্বরূপ—আপনি এখন বাড়ী যান। অজয়, ড্রাইভারকে বলে দাও ওঁকে গাড়ী করে পৌছে দিয়ে আসুক।

বৃদ্ধ—না, না, আমার গাড়ী চাই না। কাওকে পৌছেও দিতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।

[বৃদ্ধের প্রস্থান, অজয়ও তার পেছনে বেরিয়ে যায়]

স্বরূপ—কি ট্র্যাজেডী! ওইটুকু একটা ছেলে, তাকে পাঁচজনে মিলে খুন করেছে।

ধীরাজ—উঃ, ওসব কথা আর বোল না—

স্বরূপ—যাদের ভালো করার জন্যে প্রভাত এত খাটল, তারাই শেষ পর্যন্ত…… নাঃ, এদেশের যে কি হবে।

ধীরাজ—আগে তো এমন কথা কখনও শুনিনি। আজকালকার মানুষ কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে।

স্বরূপ—এদেরই মধ্যে থেকে নতুন দুনিয়া গড়ে তুলতে হবে।

ধীরাজ—তুমি কিন্তু দেখো, এর বাবা মা যেন ঠিকমত টাকা কড়ি পায়—

স্বরূপ—সে দায়িত্ব আমার। কিন্তু টাকা দিয়ে তো আর এ ক্ষতি পূরণ করতে পারব না। সত্যি, প্রভাত আদর্শ ছেলে। সারাদিন বড় ঝামেলা গেছে। যাই, ওপরে গিয়ে চান টান করেনি।

[স্বরূপের প্রস্থান]

সতী—বউমা, তুমি যাও। দেখ, স্বরূপের কি দরকার।

[মলয়ার প্রস্থান]

শান্তা, ঠাকুরকে বলে দাও স্বরূপ এসে গেছে, সবাইকার খাবার দিয়ে দিক।

ধীরাজ—আমি আর রাত্রে কিছু খাব না।

[শান্তার প্রস্থান]

সতী—কেন দাদা, শরীরটা খারাপ লাগছে ?

ধীরাজ—না। সবাই-এর খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আমায় এক গ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিও। ধ্রুবও এখানে বসে আছে ?

সতী—হাঁ দাদা। (একটু থেমে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে) যেরকম সব অশান্তি যাচ্ছে।

ধীরাজ—কিসের অশান্তি !

সতী—দিদি বেঁচে থাকতে এ বাড়ীর যেন আর এক চেহারা ছিল। সেই আগের দিনগুলোর কথা খালি মনে পড়ছে।

ধীরাজ—কি জানি, চোখে তো দেখতে পাই না। হয় তো ঠিকই বল্‌ছ। অনেক কিছু বদ্‌লে গেছে—

সতী—তখনও তো আপনি নিজে দেখতেন না।

ধীরাজ—দেখতাম বৈকি। তোমার দিদির চোখ দিয়ে দেখতাম। এখন যে সে চোখ দুটোও হারিয়েছি,

[ধ্রুব হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে ছোট ঘরে চলে যায়। সতী সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বলে।]

সতী—ধ্রুবকে দেখলেও বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে। কি ছেলে ছিল, হঠাৎ কিরকম হয়ে গেল—

ধীরাজ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হুঁ।

সতী—তখন এত বড় ব্যবসাও আমাদের ছিল না। এত গাড়ী বাড়ীও হয়নি, কিন্তু আমরা সত্যি সুখী ছিলাম।

ধীরাজ—হুঁ।

সতী—আপনি যখন আগে বলতেন বড় হলেই ছোটর হিংসে হয়, তাদের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তখন বিশ্বাস করিনি কিন্তু আজকাল আমারও তাই মনে হয়।

ধীরাজ—দীর্ঘশ্বাস পড়ে বৈকি মা। কতজনের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। এই যে ছেলেটি মারা গেছে, তার বাবাকে তো দেখলে শোকে পাগলের মত হ'য়ে গেছেন, না জানি তার মায়ের কি অবস্থা।

সতী—এদের অভিসম্পাৎ তো আমাদেরই গায়ে এসে লাগবে।

ধীরাজ—লাগবে নয় মা লাগছে। (একটু চুপ করে থেকে) আমি একটু বিশ্রাম করতে চাই। বড় ক্লান্ত লাগছে।

সতী—আপনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ধীরাজ—এখানেই একটু বসি। সবাই বোধ হয় খেতে বসেছে। তুমি যাও, দেখগে—

সতী—তাহলে ঐ সোফাটায় বসুন ; ভাল লাগবে।

ধীরাজ—তা ঠিক বলেছ মা, (উঠে যেতে যেতে) সোফায় বালিশ একটা দাও।

[সতী বালিশটা এনে দেয়, ধীরাজবাবু সোফায় শুয়ে পড়েন]

সতী—আলোটা নিবিয়ে দিই ?

ধীরাজ—দাও।

[সতী ডানদিকের দরজা দিয়ে চলে যায়। ধীরাজবাবু সিগারেট ধরান, শুধু তারই আগুনে দেখা যাবে। পিছনের বারান্দায় ক্ষীণ আলো জ্বলছে, ঘরে কেউ এসে দাঁড়ালে তাদের ছায়া ছবির মত দেখাবে। একটু পরে শান্তাকে নিয়ে স্বরূপ ঘরে ঢোকে। দর্শকরা বুঝতে পারবে না তারা কারা। স্বরূপ শান্তাকে ধরে আছে, শান্তা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। ফিস্‌ফিস্ করে কথা হয়, পরিষ্কার কিছু শোনা যায় না। ধীরাজবাবু কান খাড়া করে শোনেন। চেঁচিয়ে ওঠেন, কে ওখানে? ছায়ামূর্তিরা সাড়া দেয় না। শান্তা ডানদিকের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, স্বরূপ ধরে এনে বাঁদিক দিয়ে বার করে নিয়ে যায়।]

ধীরাজ—(উঠে দাঁড়িয়ে) কেউ উত্তর দেবে না। কারা কথা বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ?

[ধীরাজবাবু ব্যস্ত হয়ে জানলার দিকে এগিয়ে যান। অতি ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

[ধীরাজবাবুর বৈঠকখানা, আগের দৃশ্যের অনুরূপ। ক্যালেণ্ডারে পনেরদিন বাদের তারিখ। পর্দা উঠলে দেখা যাবে বিনয়কাকা ধীরাজবাবুর সঙ্গে খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন]

বিনয়—না দাদা, এ আমি তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

ধীরাজ—তুমি বুঝতে পারছো না বিনয়। পার্টির থেকে লোক এসে আমায় এমন করে ধরলেন—

বিনয়—তবু সে কথাটা আমাকে জানাতে পারলে না, অন্যের মুখ থেকে শুনতে হল যে পার্টির হয়ে স্বরূপ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে।

ধীরাজ—আমি অনেকবার ভেবেছি বলব কিন্তু বলতে পারিনি। মানে দেখলাম স্বরূপেরও ইচ্ছে—

বিনয়—বেশতো, সে আমাকে বললেই পারতো, তোমরা আমাকে আজকাল পর মনে করছো নাকি?

ধীরাজ—না, না, সে কথা নয়। স্বরূপরা বোঝাল স্বাধীন দেশে আজ সকলেরই দেশের কাজ করার অধিকার আছে। তাছাড়া তারা নবীন, আমাদের চেয়েও বেশী খাটতে পারবে।

বিনয়—এসব কথা কি আমি বুঝি না দাদা, কিন্তু আমার কি লজ্জা বলোতো? স্বরূপের বিরুদ্ধে ইলেক্‌সানে দাঁড়াতে হচ্ছে আমার যে দুদিকেই হার। জিতলেও হার, হারলেও হার।

ধীরাজ—আমাকে ক্ষমা কর ভাই। এই চোখ যাওয়ার পর নিজের বিচার শক্তিও যেন হারিয়েছি। যে যা বোঝাচ্ছে তাই বিশ্বাস করছি—

বিনয়—সে কথা নয় দাদা, স্বরূপের কথা ভাবলে আমার আরও অবাক লাগছে,

ছোটবেলা থেকে আমার কাছে মানুষ, প্রত্যেকটি কাজে আমার পরামর্শ নিয়ে চলেছে, আজ কিছু টাকা হতেই কি সব ভুলে গেল।

ধীরাজ—না, না, ওকে ভুল বুঝনা বিনয়, স্বরূপ আমার সেরকম ছেলে নয়। আমি কি ভাবছিলাম জান। তোমাকে বুঝিয়ে বলবো। মানে এবার ধর যদি তুমি নাই দাঁড়াও।

বিনয়—সে কি ? এত সব করে। এতদূর এগিয়ে তুমি বল্‌ছো—

ধীরাজ—আহা ক্ষতি কি হয়েছে। তুমি তো এতদিন কাজ করলেই, এখন না হয় একটু বিশ্রাম নিলে।

বিনয়—(হেসে) না দাদা, বিশ্রামের এখনও দরকার হয়নি। স্বরূপও দাঁড়াক, আমিও দাঁড়াই ; জানি হারতে হবে, তবু পালিয়ে থাকতে পারব না।

ধীরাজ—হুঁ।

বিনয়—তুমি বরং স্বরূপকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোল। ও রাজনীতি তো আগে কখনও করেনি, আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উপদেশ দেবো। মিথ্যে খানিকটা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে কি লাভ !

ধীরাজ—তুমি আমায় বাঁচালে বিনয়, এতদিন তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে না পেরে বুকের মধ্যে যেন কিরকম করছিল।

বিনয়—চলি দাদা, আজকাল একটু ব্যস্ত থাকবো, হয়তো আসতে পারবো না। তবে সময় পেলে তুমি এসো।

[বিনয়ের প্রস্থান, ধীরাজ চুপ করে বসে থাকে, সতীর প্রবেশ]

সতী—বিনয়দা এসেছিলেন, চা না খেয়ে চলে গেলেন ?

ধীরাজ—(দীর্ঘশ্বাস) হুঁ ওর বড় অভিমান হয়েছে।

সতী—হবারই তো কথা।

ধীরাজ—ধ্রুব আজ কিরকম আছে ?

সতী—ভালোই। বই পড়ার চেষ্টা করছে।

ধীরাজ—খাওয়া দাওয়া, ঠিক করছেতো ?

সতী—তাতে খুব অরুচি নেই। আমি নিজে বসে খাওয়াইতো, রোজ চেয়ে চেয়ে নেয়।

ধীরাজ—স্বরূপের খাওয়া দাওয়ার ওপর নজর রেখ, ওরও বড্ড কাজে চাপ পড়েছে।

সতী—তাতো দেখছি। একে কারখানার হাঙ্গামা তার উপর ইলেক্‌সানের কাজ। ভালো করে নাইতে খেতে আর সময় পাচ্ছে কই? তবু রাত্তিরটায় যাহোক একটু দেখেশুনে খাওয়াই।

ধীরাজ—তোমাকে আর কি বলবো মা। একরকম তোমার হাতেই তো ওরা মানুষ। যাই একটু বিশ্রাম করিগে। (উঠতে উঠতে) বেয়াই মশাই একটা চিঠি দিয়েছেন, দেখেছো?

সতী—কৈ না।

ধীরাজ—বৌমাকে ক'দিনের জন্যে নিয়ে যেতে চান। বাড়ীতে কিসের কাজ আছে। তুমি স্বরূপের সঙ্গে কথা বলে একটা উত্তর দিও। ঐ টেবিলের ওপর চিঠি আছে।

[ধীরাজবাবু চলে গেলে সতী চিঠি নিয়ে পড়ে। শান্তার প্রবেশ]

শান্তা—তুমি আর অমত কোর না মা, এ চাকরীটা আমায় নিতেই হবে।

সতী—এর জন্যে এত তাড়াহুড়ো কিসের?

শান্তা—তুমি বুঝতে পারছো না মা। এ বাড়ীতে মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে আমার পক্ষে থাকার আর কোন উপায় নেই।

সতী—এতদিন এ বাড়ীতে মানুষ হয়েছিস আজ হঠাৎ এমনকি ঘটল যাতে এবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শান্তা—হঠাৎ নয় মা। তোমাদের কাছে সব কথা আমি খুলে বলতে পারবো না। তবে বিশ্বাস করো এ বাড়ীতে আর কিছুদিন থাকতে হলে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

সতী—কি যা তা বলছিস!

[সতী শান্তার কাছে এগিয়ে যায়।]

সতী—চলে যাবো বল্লেই বুঝি যাওয়া যায়? হয়তো তুমি যেতে পারো, কারণ তুমি এবাড়ীর মেয়ের মত। কিন্তু আমি, আমি কি করে যাব? এ সংসারের সব ভারই যে আমার ওপর।

[শান্তা কেঁদে ফেলে]

সতী—অবুঝের মত কাঁদিস না শান্তা। ধ্রুব এখন অসুস্থ, সে অস্বাভাবিক কিছু করে থাকে—তা নিয়ে এত মন খারাপ করিস না মা, এখন মনের জোর করতে হবে। আর আমার ওপর তো সব ভার, বৌমা ঐ কচি মেয়ে, তার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কি চলে যেতে পারি? জ্যাঠামণির কথা ভাব দেখি, চোখে দেখতে পান না, বুড়ো মানুষ, আমি ছাড়া আর কে ওঁকে বুঝতে পারবে? এদের এই দুঃখের দিনে—

শান্তা—দুঃখতো এরা সাধ করে টেনে আনছে মা, কি জানি আমার মাথা আর কাজ করছে না।

সতী—এর মধ্যে আবার স্বরূপের ইলেকসানেরও হাঙ্গামা রয়েছে।

শান্তা—আমরা তার কি করবো।

সতী—কি করবো সে কথা নয়। ঠিক এই সময় চলে যাওয়া, তাই বলছি।

শান্তা—পরে হয়তো কাজটা নাও পেতে পারি।

সতী—(চিন্তিত মুখে) অজয় কখন আসবে বলেছে?

শান্তা—এখুনি তো আসবার কথা।

সতী—আসুক, কথা বলে দেখি। (একটু পরে) নিজে সংসার করলে বুঝতে পারবে, নিজের হাতে গড়া সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া, মেয়েদের পক্ষে কত শক্ত। রক্তের সম্বন্ধটাই তো সব নয়। এ বাড়ীর সবাই যে আমার কত আপনার।

[মলয়ার প্রবেশ]

মলয়া—কাকীমা, ভাঁড়ারের চাবীটা একবার—

সতী—(আঁচল থেকে চাবী খুলে) কেন বৌমা।

মলয়া—ঠাকুর আর একটু ঘি চাইছিল।

সতী—এ ঠাকুরের দেখছি বড্ড খরচের হাত। সামান্য একটু বের করে দিও ?

মলয়া—উনি কোথায় গেলেন, বাবা খোঁজ করছিলেন।

সতী—স্বরূপতো বেরিয়ে গেল, বোধ হয় কারখানায়।

মলয়া—অফিসের লোকগুলো কি দুষ্টু, সেই যে প্রভাতবাবু মারা গেলেন তার বাবাকে টাকা দেয়নি।

সতী—কেন ?

মলয়া—উনিতো মাসে মাসে টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তাতে অন্যেরা বলেছে একবার একজনকে দিলে অনেকে চাইবে, তখন না বলা মুস্কিল।

শান্তা—এই বলে কাটিয়ে দিলে ?

মলয়া—শেষ কালে বুঝি তোমার দাদা নিজের পকেট থেকে পাঁচশ টাকা ওর বাবাকে দিয়েছেন।

সতী—আহা কি করে ওদের চলবে।

[বাঁ দিকের দরজা দিয়ে অজয়ের প্রবেশ]

অজয়—কেমন, সব খবর ভালোতো ?

মলয়া—ওমা অজয়ঠাকুরপো যে, কতদিন বাদে এলে বলতো ?

অজয়—কি করবো বলুন, বড্ড কাজের চাপ পড়েছে।

মলয়া—উনি তো আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, আজকাল তোমাদের অজয় ঠাকুরপো আসে না ?

অজয়—জিজ্ঞেস করেন নাকি, কি বলেন আপনি ?

মলয়া—আমি তো বল্লাম নতুন একটা কাজ পেয়েছো তাই,—

অজয়—(গম্ভীর স্বরে) সত্যি তাই। (সতীর দিকে এগিয়ে যায়) কি খবর কাকীমা ?

সতী—সব ভাল বাবা, আজ এখানেই খেয়ে যাবে।

অজয়—বাড়ীতে যে বলে আসিনি, ভেবেছিলাম সকাল সকাল ফিরে যাব।

মলয়া—এতদিন বাদে এলে খেয়ে যাবে না তাওকি হয় ? তুমি বসে গল্প কর, আমি এক্ষুনি ঠাকুরকে ঘিটা দিয়ে আসছি। (পেছনের দরজা দিয়ে মলয়ার প্রস্থান)

সতী—অজয়,শান্তা তো চাকরী করবে বলে ধরেছে।

অজয়—হ্যাঁ, ফোনে আমাকে তাই বলছিল।

সতী—আর এখানে থাকবে না বলছে। আমি আর কি বলবো। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে যা হয় ভাল মন্দ ঠিক করে আমায় জানিও।

শান্তা—অজয়দা মাকে একটু বুঝিয়ে দিন না। মেয়েদের চাকরী করায় কিছু অন্যায় নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার অধিকার সকলেরই আছে।

অজয়—এ আর আমি কাকীমাকে কি বোঝাব? তোমার-আমার চাইতে উনি ঢের ভাল জানেন।

সতী—শান্তার জন্যে কি কাজ ঠিক করেছ অজয়?

অজয়—(হেসে) যে কাজে শান্তার মর্যাদা হানি হতে পারে সে ধরনের কাজ নয় নিশ্চয়।

সতী—তা আমি জানি। শান্তাকে তুমি কতখানি স্নেহ কর। আমি শুধু এই চাই, দাদা যেন মনে কষ্ট না পান। আমাদের জন্যে এত করেছেন—

অজয়—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকীমা,তাও আমি হতে দেব না।

সতী—তাহলে আর আমার বলার কিছু নেই। তোমরা যা স্থির কর, আমায় জানিও। [সতীর প্রস্থান]

অজয়—কি হয়েছে শান্তা, হঠাৎ ডেকে পাঠালে যে?

শান্তা—স্বরূপদা! (শান্তা ফুঁপিয়ে ওঠে) আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে অজয়দা—

অজয়—সেই একই ব্যাপার?

শান্তা——হ্যাঁ।

অজয়—কেউ কিছু বুঝতে পারেনি?

শান্তা—না। বিশ্বাস করুন অজয়দা, প্রত্যেকটি রাত্রি আমার কাছে বিভীষিকার মত মনে হয়।

[নেপথ্যে ভোট ফর্ স্বরূপ ঘোষ বলে চীৎকার শোনা যায়। দুজনেই চুপ করে থাকে। শব্দ প্রথমে জোর হয়ে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়]

শান্তা—কাকাবাবু আজ এসেছিলেন।

অজয়—কখন ?

শান্তা—একটু আগে, মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন।

অজয়—কিন্তু স্বরূপদাই জিতবে, যেরকম প্রোপাগাণ্ডা চলছে। তাতে মনে হয় না কাকাবাবুর কোন আশা আছে।

শান্তা—এই সবেই তো আরো অসহ্য লাগছে। যেরকম করেই হোক আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। এ নিয়ে মার সঙ্গে আজ অনেক কথা হল।

অজয়—হ্যাঁ, কাকীমাকে খুব চিন্তিত দেখলাম।

শান্তা—মার পক্ষে এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া মুস্কিল।

অজয়—কিন্তু ধ্রুবর কি করবে ? তুমি চলে গেলে ও একলা থাকবে কি করে ?

শান্তা—ওর কথা ভেবেই তো এতদিন মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু এ অনিশ্চয়তা অসহ্য, এ বাড়ীতে আর থাকলে আমি শুকিয়ে যাব।

অজয়—আমার মনে হয় জ্যাঠামণিকে তুমি সব কথা খুলে বল।

শান্তা—সে অসম্ভব, জ্যাঠামণিকে আমি দুঃখ দিতে পারব না। স্বরূপদার এসব কথা শুনলে—

অজয়—কিছু না বলে চলে গেলে যে আরও বেশী কষ্ট পাবেন।

শান্তা—আমি কিছু ভেবে পাচ্ছিনা অজয়দা, যা হয় করুন। যেরকম করে হোক আমায় এ বাড়ী থেকে নিয়ে যান।

[অজয় উঠে গিয়ে শান্তার পিঠে হাত রেখে বলে।]

অজয়—কথা দিলাম শান্তা, এ বিপদ থেকে আমি তোমায় বাঁচাব।

[ধ্রুব একটু আগে ঘরে ঢুকে শান্তা ও অজয়ের দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল। অজয় এগিয়ে যায়]

অজয়—ধ্রুব, আয়।

ধ্রুব—আমি যাই।

অজয়—আয়, বোস এখানে। কি ভাবছিস ?

ধ্রুব—আজ নিজেকে বড় একলা মনে হচ্ছে, তোমরা সবাই কত দূরে চলে গেছ।

অজয়—কেন ধ্রুব, কি হয়েছে?

ধ্রুব—বুঝতে পারছি না মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। উঃ কি কষ্ট।

শান্তা—আমি তোমার মাথাটা টিপে দি।

ধ্রুব—না থাক্‌।

অজয়—ডাক্তারবাবুকে খবর দেব?

ধ্রুব—(বাধা দিয়ে) ডাক্তার নয়। আমার মনের মধ্যে যুদ্ধ চল্‌ছে, ভীষণ যুদ্ধ। রাম জিতবে, না রাবণ জিতবে?

শান্তা—তুমি আজ দুধ খাওনি?

ধ্রুব—না, আমার খিদে নেই।

শান্তা—তা বল্লে তো চল্‌বে না। ডাক্তার রোজ তোমায় এক সের করে দুধ খেতে বলেছে, খাওনা বলেই তো শরীর আবার খারাপ লাগ্‌ছে। অজয়দা—

অজয়—আমি বৌদিকে বলছি দুধ দিতে।

[অজয়ের প্রস্থান]

শান্তা—ধ্রুবদা, আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, তোমার কষ্ট হবে?

ধ্রুব—কোথায় যাবে?

শান্তা—একটা নতুন বাড়ীতে। বল না, তোমার কষ্ট হবে?

ধ্রুব—(একদৃষ্টে শান্তার দিকে তাকিয়ে) তোমার কি মনে হয়?

[শান্তা ধ্রুবর স্বাভাবিক স্বরে চম্‌কে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকায়। ধ্রুব অন্য দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে]

শান্তা—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

ধ্রুব—(মাথা নেড়ে) আমি, আমি গিয়ে কি করবো!

শান্তা—আমি বল্‌ছি তোমায়, এখান থেকে বেরিয়ে পড়লে তোমারও শরীর মন সব ভাল হয়ে যাবে।

ধ্রুব—কি জানি।

[ধীরাজবাবুর প্রবেশ বাড়ীর ভেতর থেকে]

ধীরাজ—অজয়ের যেন গলা পাচ্ছিলাম।

শান্তা—অজয়দা ভেতরে গেছে। ডেকে দেব ?

ধীরাজ—ভাবছিলাম বিনয়কে একটা চিঠি দেব। ওখানে কে, ধ্রুব?

শান্তা—হ্যাঁ, জ্যাঠামণি। আমি চিঠি লিখে দেব ?

ধীরাজ—হ্যাঁ, তাও হয়। কাগজ কলম এখানেই আছে বোধ হয়।

শান্তা—আমি দেখছি।

ধীরাজ—স্বরূপ তো সকাল থেকেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।

শান্তা—না।

ধীরাজ—বড্ড খাটনি পড়েছে।

(নীচের থেকে ডাক কর্তাবাবু কোথায়, কর্তাবাবু ?)

ধীরাজ—কে যেন আমায় ডাকছে।

বৃদ্ধ—বুড়োবাবু কোথায় ? আমি বুড়োবাবুকে চাই।

শান্তা—আসুন, এখানে আছেন।

ধীরাজ—কে রে ?

[ব্যস্তভাবে প্রভাতের বাবা, সিঁড়ির দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন।
হাতে একটা পাতলা বই]

বৃদ্ধ—এই যে কর্তাবাবু। সেদিন আমাকে বড় বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ ছুটে এসেছি।

ধীরাজ—কে আপনি ?

বৃদ্ধ—আমি প্রভাতের বাবা। যাকে আপনার ছেলে খুন করিয়েছে।

ধীরাজ—কি বলছেন ?

বৃদ্ধ—এই যে বই। ছাপা বই। চারদিকে বিলি হচ্ছে।

ধীরাজ—কি বই ?

বৃদ্ধ—ধৃতরাষ্ট্র।

ধীরাজ—ধৃতরাষ্ট্র ! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। শান্তা, ধ্রুব,—

বৃদ্ধ—এতে লিখেছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যেমন অন্ধ ছিলেন ; আপনিও সেইরকম পুত্র স্নেহে অন্ধ। তাই আগে দেশ হিতকর অনেক কাজ করলেও এখন আর আপনার কথার কোন দাম নেই। ছেলের স্বার্থের কাছে আপনি ন্যায়কে বিসর্জন দিয়েছেন।

ধীরাজ—আমার সম্বন্ধে এসব কথা কে লিখেছে ?

বৃদ্ধ—স্বরূপবাবুকে বলেছে দুর্যোধন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে পাপের রাজত্ব চালাচ্ছেন। নিজের স্বার্থের জন্য উনি কিনা করেছেন! এই ছোটবাবুকে উনি পাগল করেছেন—

ধীরাজ—মিথ্যে কথা, কি ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা।

[বাড়ীর ভিতর থেকে অজয়ের প্রবেশ]

বৃদ্ধ—মিথ্যে নয়। প্রভাতের মৃত্যু রহস্য এতদিনে বেরিয়ে পড়েছে।

ধীরাজ—কিসের রহস্য ? কি বলছেন আপনি ?

বৃদ্ধ—যেদিন প্রভাত খুন হল ; সেইদিনই আমি আঁচ করেছিলাম, এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে ; তা নাহলে কেউ স্পষ্ট কথা বলে না কেন ? কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি এর মূলে আছে, আপনার ছেলে—

ধীরাজ—(উত্তেজিত হয়ে) অজয়, ধ্রুব ! ও একটা বদ্ধ পাগল। আমার সামনে থেকে একে নিয়ে যাও। যা, তা বকৃছে—

বৃদ্ধ—যা তা আমি বলিনি। এই বইতেও লিখেছে স্বরূপবাবুই প্রভাতকে খুন করিয়েছেন।

ধীরাজ—অজয় !

[অজয় ও শান্তা বই-এর উপর তাড়াতাড়ি চোখ বোলায়]

ধীরাজ—কি লিখেছে অজয় ?

অজয়—সেই কথাই লিখেছে।

ধীরাজ—কি বলছো ? ওঃ অজয়, আমার শরীর কি রকম করছে। ওকে যেতে বল—

অজয়—(বৃদ্ধকে) চলুন আপনি। দেখছেন, উনি অসুস্থ।

বৃদ্ধ—আমি যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে এই কথা বলে গেলাম, অন্ধের রাজত্ব আর টিকৃবে না।

(অজয় জোর করে বৃদ্ধকে বার করে নিয়ে যায়, তখনও বাইরে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে)

[সতী ও মলয়ার প্রবেশ]

সতী—কে এত চেঁচামিচি করছে ?

শান্তা—প্রভাতবাবুর বাবা—

সতী—সেই বুড়ো। আমি তখনই বুঝেছি। জ্বালাতন বাবা। তোরাতো এখানে ছিলি, আটকাতে পারলি না ; অজয় কোথায় গেল ?

মলয়া—অজয় ঠাকুরপো বুড়োকে নিয়ে গেছে।

সতী—বাড়ীটা যে কি হয়েছে। রাস্তার লোক পর্যন্ত ওপরে উঠে আসে। দাদার এই শরীর তাঁর সামনে এইসব চেঁচামেচি—বাবা, বাবা। বৌমা ! যাওতো একটু দুধ গরম করে আনো—ধ্রুব তুইতো কিছু খাসনি।

ধ্রুব— আমি যে দেখিনু তরুণ বালক
উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কি যন্ত্রণায় মরিছে আজি সে
নিষ্ফল মাথা কুটে,
আমি যে দেখেছি প্রতীকার হীন,
শক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে,
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা
অমাবস্যার কারা—
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে,
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ূ
নিভাইছে তব আলো

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ

তুমি কি বেসেছ ভালো !

স্বরূপ একটু আগেই ঢোকে, শেষ লাইনের পর বলে)

স্বরূপ—বাঃ ! ধ্রুব তো সুন্দর recite করছে। না কাকীমা ?

ধীরাজ—স্বরূপ, এসেছিস্ ? একটু আগে—

সতী—আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি বলছি—সেই প্রভাতবাবুর বাবা এসেছিলেন। এক গাদা কি সব চেঁচামেচি করে গেলেন !

ধীরাজ—না, না ! স্বরূপকে সে বইটা দেখাও না। বলছে কে বই লিখেছে। আমার নাম দিয়েছে ধৃতরাষ্ট্র, তোকে······

স্বরূপ—(হেসে) হ্যঁা, হ্যঁা। আমাকে বলেছে—দুর্যোধন। আমি পড়েছি। ইলেকশানের সময় ওসব cheap প্রপাগ্যাণ্ডা করেই।

ধীরাজ—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) উঃ, আমি যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

স্বরূপ—(কোট খুলতে খুলতে) ভয় পাবার কি আছে। আমার নামে এখন কত রকম রটাবে।

সতী—এ ভীষণ অন্যায়। যারা পড়বে তারাতো সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারবে না।

স্বরূপ—(হেসে) এ সব প্রপাগ্যাণ্ডার বই কেউ পড়ে ভেবেছো ? কাল থেকেই দেখবে মুদীর দোকানে ঠোঙ্গা তৈরী হচ্ছে। তবে একটা ক্ষতি আমার করবে ; অফিসের কতগুলো খবর এর মধ্যে ছাপিয়েছে। এ নিয়ে একটু গোলমাল পাকাবে। দেখা যাক্। কতগুলো টাকা যাবে আর কি।

ধীরাজ—অফিসের কথা জানল কি করে ?

স্বরূপ—ভেতরকার লোকই কেউ বলেছে। বাবা তুমি ঠিকই বলেছিলে, ইলেকশনে না দাঁড়ালেই ভাল করতাম। আমাকে ছোট করার জন্যে যে বিনয়কাকা এতবড় শত্রুতা করবে—

ধীরাজ—বিনয় ? না না, তা কি করে সম্ভব। তুমি ভুল করছ স্বরূপ, বিনয় কখনও একাজ করতে পারে না।

স্বরূপ—ইলেকশানের সময় কারুর মাথার ঠিক থাকে না, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লোকে কাজ করে। অবশ্য উনি একা নন, এর পেছনে আর একজন লোক আছে।

ধীরাজ—কে সে?

স্বরূপ—বুকলেটে নাম দিয়েছে বিকর্ণ, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি এ আর কেউ নয়, অজয়।

ধীরাজ—অজয়, আমাদের অজয়? কি বলছ স্বরূপ?

(সতী, শান্তা সকলের বিস্ময়)

স্বরূপ—এ বাড়ীর সমস্ত খবর সে ভাল করেই জানে। রাত্রিদিন এখানে ঘুর ঘুর করত। তখন কি জানি স্কাউণ্ড্রেলটা এই সব মতলব আঁটছে? তাহলে তখুনি ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দিতাম। এই যে দিন পনের আর এখানে আস্‌ছে না, দেখনি? এই সব লেখালেখি করছিল আর কি।

[বাইরে জনতা—শেম্ শেম্ স্বরূপ ঘোষ। 'দুর্যোধনের মুখোশ খোল' এই ধরণের শ্লোগান শোনা যায়।]

ধীরাজ—কেন এ রকম করল! বিনয় কি অজয় তাদের কাউকে একবার আমার সামনে আসতে বল। আমি তাদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই। ডাকো, অজয়কে।

[ডান দিকের দরজা দিয়ে অজয়ের প্রবেশ]

অজয়—কি হয়েছে জ্যাঠামণি, আমাকে ডাকছেন?

ধীরাজ—কে অজয়? তুমি এই বই লিখেছ?

অজয়—(বিস্ময়ে) কোন বই?

স্বরূপ—(রেগে) তোমার পকেটে যেটা রয়েছে।

অজয়—(পকেট থেকে বার করে) এইটা? না, আমি লিখিনি।

স্বরূপ—তবে কে লিখেছে?

অজয়—জানি না।

স্বরূপ—মিথ্যে কথা। রোজ চোরের মত এ বাড়ীতে ঢুকে খবর সংগ্রহ করেছ। কত বড় বিশ্বাসঘাতক বেইমান হলে—

অজয়—আঃ স্বরূপদা। মিছিমিছি আমায় দোষ দিচ্ছেন কেন, বলছি তো আমি লিখিনি।

স্বরূপ—(উত্তেজিত হয়ে) তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। ভেবেছ বিকর্ণ নাম দিলে আমি আর চিনতে পারব না। এই সব মিথ্যে কথা লিখে এখন ভাল মানুষটি সেজে এখানে মজা দেখতে এসেছ! তোমার মত ছেলেকে চাবুক মেরে আমি সোজা করতে জানি—

অজয়—এ বই-এ যদি মিথ্যে কথাই লেখা থাকে, এত রাগবার কি আছে।

স্বরূপ—রাগবার কিছু নেই, কি বলছো তুমি? এ রকম মিথ্যে কথায় যদি কারো উঁচু মাথা নীচু হয়—

অজয়—মিথ্যে কথায় কারুর মাথা হেঁট হয় না। আপনার ব্যবহারে এখন মনে হচ্ছে এ বইয়ের কথা সত্যি।

স্বরূপ—(চীৎকার করে) সত্যি মানে? আমি ভাইকে পাগল করেছি? কাকাবাবুকে অপদস্থ করেছি, তুমি এই বল্‌তে চাও।

(কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ এগিয়ে যায়)

অজয়—মিথ্যে হলে আপনি এত ভয় পেতেন না।

স্বরূপ—আমি ভয় পেয়েছি? স্টুপিড্, স্কাউণ্ড্রেল, ফুল্ (বলতে বলতে অজয়কে আঘাত করে)।

[স্বরূপের আঘাতে অজয় মাটিতে পড়ে যায়,
শান্তা এসে ছাড়িয়ে দেয়]

শান্তা—স্বরূপদা, কি কচ্ছেন, মিছি মিছি একজনকে—

স্বরূপ—তুমি চুপ কর। নিজের বাড়ী বলে ছেড়ে দিলাম। অন্য জায়গা হলে জানোয়ারটাকে গলা টিপে মারতাম।

[মারামারির সময় ধ্রুব উঠে দাঁড়ায়, পরে স্বরূপকে ফিরে আসতে
দেখে বসে পড়ে। ধীরাজবাবু অস্থির হয়ে পড়েন।]

ধীরাজ—একি হ'ল, স্বরূপ, সতী, বৌমা, মারামারি কেন? আমার বুকটা কি রকম করছে।

শান্তা—এ যে রক্ত, মা, বৌদি—

স্বরূপ—(কঠিন গলায়) তোমরা ভেতরে যাও।

শান্তা—(অজয়ের ক্ষতস্থান আঁচল দিয়ে চেপে ধরে) ব্যাণ্ডেজ্ করতে হবে। বৌদি, একটু সাহায্য কর তো—

স্বরূপ—অজয়ের জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ড্রাইভার অজয়কে গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দেবে।

শান্তা—অজয়দা এখন দুর্বল, ওঁকে একলা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

স্বরূপ—(বিদ্রূপ করে) ওঃ, এতদূর!

অজয়—না শান্তা, আমার জন্যে ভেবোনা, নিজেই চলে যেতে পারব।

শান্তা—না, না, এরা হয়ত আপনার আরও ক্ষতি করবে, চলুন আমিও যাব।

ধীরাজ—এখান থেকে কেউ যাবে না। সতী মা, অজয়কে নিয়ে ভেতরে যাও। বেশী লেগে থাকে তো ডাক্তারকে খবর দাও। যাও, আমি আর পারছি না, নিয়ে যাও অজয়কে।

সতী—তাই যাচ্ছি দাদা, আপনি স্থির হন। এস অজয়—

[অজয়কে নিয়ে সতী, শান্তা ও মলয়া ছোটঘরের ভেতরে যায়]

ধীরাজ—স্বরূপ কোথায় গেলি—

স্বরূপ—(কাছে গিয়ে) এই যে বাবা।

ধীরাজ—সব মিথ্যে কথা, আমি একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

স্বরূপ—অজয়কে আমি প্রথমেই ধরতে পেরেছিলাম, পাছে তুম কষ্ট পাও বলে বলিনি।

ধীরাজ—আশ্চর্য ধ্রুবর বন্ধু, কোনদিন তাকে সন্দেহ করিনি।

স্বরূপ—যেদিন দেখলাম শান্তার সঙ্গে ওর একটা অন্য রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—

ধীরাজ—কি বলছ?

স্বরূপ—সত্যি কথাই বল্‌ছি। আমি বাধা দিয়েছি, তাই আমার ওপর এই রাগ।

বিকর্ণ, ফুল—

ধীরাজ—থাক, এ সব কথা আর আমি শুনতে চাই না।

স্বরূপ—চল, তুমি ওপরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়।

[ধীরাজবাবুকে ধরে স্বরূপ দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ]

স্বরূপ—মতিবাবু আসুন।

[মতিবাবুর হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ]

মতিবাবু—সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার যা ভেবেছিলাম তাই! সকাল থেকে চারদিকে গোলমাল। বই পড়ে সকলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

স্বরূপ—পার্টির অফিসে গিয়েছিলেন?

মতিবাবু—সেখানেও ঐ একই কথা, ওরা বলাবলি করছে আপনার জন্যে পার্টির নাম ডুবেছে। এ ইলেকশনে দাঁড়িয়ে হারতে হবে।

স্বরূপ—এখন কি আর কোন উপায় নেই? বলেছিলেন ওদের যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজী আছি।

মতিবাবু—বলেছি, কোন ফল হয়নি। বিনয়বাবু নাকি এর উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

স্বরূপ—ও বুড়ো আট ঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে। অজয় কি করে এই সব খবর বার করল। আমার এতদিনের আশা, মান, সম্মান সব ভেঙ্গে দিল। কত বড় স্কাউণ্ড্রেল।

মতিবাবু—এ, ওনারই কাজ। তা না হলে সাধুজীর ব্যাপারটা জানতে পারলেন কি করে? নিশ্চয় ওখানে লোক পাঠিয়ে ছিলেন।

স্বরূপ—ও, যদি আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে প্রভাতের সঙ্গে ঐ হতভাগাটারও গলাটা টিপে—

মতিবাবু—স্যার, আর একটা খবর শুনলাম, প্রভাত কাঞ্জিলালের ব্যাপার নিয়ে পুলিশ আবার investigation করছে।

স্বরূপ—সেই খুন !

মতিবাবু—নিতাই মণ্ডলকে arrest করতে পারে। ও যদি ভয় পেয়ে কিছু বলে ফেলে স্যার, তাহলে আর সর্বনাশের বাকী থাকবে না।

স্বরূপ—আপনি তাহলে চট করে অফিসেই যান। আর কোন খবর পেলেই টেলিফোনে জানাবেন। আমি খুব চিন্তিত রইলাম।

মতিবাবু—তাই জানাব।

[মতিবাবু সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। স্বরূপ ভেঙে পড়ে]

স্বরূপ—আজ দেখছি সব উল্টে গেল।

[স্বরূপ ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়ায়। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসে। পকেট থেকে অসমাপ্ত চিঠি বার করে লিখতে থাকে। একটু পরে ছোট ঘর থেকে ব্যস্তভাবে মলয়ার প্রবেশ]

মলয়া—ঠাকুরপো, তুমি এখানে বসে রয়েছ, কাকীমা বলছিলেন তুমি দুধ খাওনি।

ধ্রুব—দুধ, আচ্ছা দাও।

মলয়া—আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

[মলয়ার ডানদিকের দরজা দিয়ে প্রস্থান। ধ্রুব চিঠি লেখে। একটু পরে মলয়া দুধ হাতে ঘরে ঢোকে। ধ্রুবের কাছে দুধের পেয়ালা রেখে চলে যাচ্ছিল। টেবিলের ওপর ধৃতরাষ্ট্র বইটা তার চোখে পড়ে। বইটা হাতে নিয়ে]

মলয়া—ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা। শেষে কিনা অজয় ঠাকুরপো এমনি করলো। যাদের ভালো বলে জানি তারাই এইরকম করে।

ধ্রুব—বউদি, এই চিঠিটা দাদাকে দিও।

মলয়া—চিঠি, কার চিঠি, কে লিখেছে ?

ধ্রুব—আমি।

মলয়া—তুমি, তুমি লিখেছ ?

ধ্রুব—হ্যাঁ।

মলয়া—কি বলছো ঠাকুরপো!

ধ্রুব—(ঘুরে দাঁড়িয়ে) শুধু চিঠি নয়, এ বইটাও।

মলয়া—(কাপড় দিয়ে হাসি চেপে) এই বইটা? না, না, তুমি কি করে লিখবে?

ধ্রুব—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? রোজ বসে বসে কাগজে হিজিবিজি কাটতাম দেখনি?

ময়লা—তাহলে অজয় ঠাকুর পো লেখেনি?

ধ্রুব—না, বইটা আমারই লেখা।

মলয়া—তুমি কেন এরকম লিখলে?

ধ্রুব—একজনকে তো লিখতেই হত, তাই আমিই লিখলাম। বিশ্বাস কর বৌদি, বইতে যা লিখেছি সব সত্য কথা।

মলয়া—আমি কিছু আর বুঝতে পারছিনা, মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তুমি তাহলে পাগল নও।

ধ্রুব—না, পাগল সেজেছিলাম।

মলয়া—কি বলছ তুমি?

ধ্রুব—তাছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। এই হচ্ছে সংসার। আমার নিজের দাদা চেয়েছিল আমাকে বিষ খাইয়ে পাগল করে দিতে।

মলয়া—মিথ্যে কথা, দাদার ওপর হিংসে করে এই সব আবোল তাবোল বলছ।

ধ্রুব—না, হিংসে আমি করিনি। হিংসে হয়েছিল দাদার। আর শান্তার ওপর—

মলয়া—না, না, এ হতে পারে না, তুমি কি করে জানলে—

ধ্রুব—এই যে মতিবাবু, দাদার ডান হাত। সাধুজীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে পাগল করার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হল না। সাধুজীর জো'চ্চার বলে বদনাম আছে। টাকার লোভে অনেক অপকীর্তি করেছেন। একবার ওঁর অসুখের সময় খুব সেবা করেছিলাম, তাই বিষ না দিয়ে দাদার অভিসন্ধি আমায় জানিয়ে দিলেন।

মলয়া—কিন্তু সেটা সত্যি কিনা একবার যাচিয়ে দেখলে না ?

ধ্রুব—তাই দেখতেই তো এসেছিলাম বৌদি। সাধুজী বলে ছিলেন বাড়ী ফিরতে হলে পাগল সেজে যেও কেউ অনিষ্ট করবে না, এখানে এসে দেখলাম সত্যি তাই ! দাদা আমাকে পাগল দেখে নিশ্চিন্ত হলেন !

মলয়া—একি হোল ঠাকুরপো, তোমরা দু'ভাই এ—

ধ্রুব—কেঁদনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মলয়া—আর কী ঠিক ? প্রথম যেদিন তোমাদের বাড়ীতে এলাম সেই সুখের দিনগুলো, আর কি ফিরে আসবে ?

ধ্রুব—সত্যি বৌদি, সে কথা কত মনে পড়ে। বাবা, কাকীমা, শান্তা, দাদা, আমাদের সেই ছোট্ট সংসার। তার মধ্যে তুমি এলে কি হৈ চৈ আনন্দে দিনগুলো কেটেছে—

মলয়া—তবে কেন এরকম হোল ঠাকুর পো ?

ধ্রুব—কেন ? সে কথা তো আমিও জানতে চাই বৌদি। কেন লোভ আর লালসা একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে রাশ মান্‌তে চায় না। কেন তখন সে উন্মাদের মত ছুটে বেড়ায়, টাকার পেছনে। শুধু টাকা আর হাততালি। (একটু থেমে) দানবীয় দম্ভে আর ক্ষুধায় জীবনের সব মুল্য, সব মাধুর্য কেন বিকৃত হয়ে যায় ? বলতে পার বৌদি এ বিষের মুল কোথায় ? কি করে মানুষের মন থেকে তা উপড়ে ফেলা যায় ? এই প্রশ্নেরই তো উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মলয়া—তুমি কি বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছিনা ঠাকুর পো।

ধ্রুব—ছেড়ে দাও, ওসব কথা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বৌদি' আজ এক্ষুনি আমায় চলে যেতে হবে।

মলয়া—কোথায় ?

ধ্রুব—অনেক দুরে ! আমার এতদিনের স্বপ্নকে এবার রূপ দেব।

মলয়া—তুমি কি আর ফিরবে না ?

ধ্রুব—ঠিক বলতে পারছিনা, হয়তো একদিন ফিরব।

মলয়া—এ রকম করে কেন বলছ ?

ধ্রুব—কই, কিরকম করে বলছি ?

মলয়া—তুমি কেন যেতে চাইছ আমি জানি।

ধ্রুব—(মলয়ার দিকে তাকিয়ে) কি জানো বৌদি ?

মলয়া—শান্তার জন্যে কষ্ট পাচ্ছো, না ?

ধ্রুব—তুমি কি করে বুঝলে ?

মলয়া—তুমি এরকম অসুখের ভান না করলে তো শান্তা চলে যেতে চাই তো না। এখন এসব কথা জানতে পারলে সে মনে ভীষণ আঘাত পাবে। ঠাকুর পো, এমন অভিমান করে থেক না। শান্তাকে ভুল বুঝ না ভাই।

ধ্রুব—না বৌদি, শান্তাকে আমি ভুল বুঝিনি। এত তাড়াতাড়ি তো কিছু ভাবতে পারছিনা, ও এখন চাকরিটাই নিক। আমি তার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

মলয়া—কি ব্যবস্থা করবে ?

ধ্রুব—তুমি নিশ্চিন্ত থাক বৌদি, শান্তার ভার আমিই নেব।

(ধ্রুব ছোট ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) বৌদি, বাবাকে দেখ। [ধ্রুব ছোটঘর থেকে স্যুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে আসে]

মলয়া—আমার কি রকম ভয় করছে ঠাকুর পো।

ধ্রুব—কিসের ভয় ?

মলয়া—তুমি বোধহয় আর এ বাড়ীতে আসবে না।

ধ্রুব—যদি তোমার কখনও দরকার পড়ে জানিও, আমি কথা দিলাম নিশ্চয় আসব ; এ বাড়ীতে তোমাকেই দেখলাম যে ফুলের মত নিষ্পাপ !

[ধ্রুব মলয়াকে প্রণাম করে চলে যায়। মলয়া চোখের জল সামলাতে থাকে। একটু পরে দৌড়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে]

মলয়া—ঠাকুর পো, ঠাকুর পো !

[স্বরূপ ঘরে ঢোকে]

স্বরূপ—কাকে ডাকছ ?

মলয়া—(কান্না চেপে) কাউকে না।

স্বরূপ—কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলে ?

মলয়া—ঠাকুর পো !

স্বরূপ—ধ্রুব, সে আবার কি বলছিল, কোথায় গেল ? পাগলকে নিয়ে আচ্ছা বিপদে পড়েছি। পথ ছাড়ো দেখি—

মলয়া—ও আর এ বাড়ীতে ফিরবে না।

স্বরূপ—তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে ?

মলয়া—এই নাও ঠাকুরপোর চিঠি—

স্বরূপ—(চিঠি পড়ে দাঁত কড়মড় করে) ওঃ, এত বড় শয়তান। আমাকে বেইজ্জৎ করার জন্যে পাগল সেজে বসেছিল। সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে মারলে।

মলয়া—ঠাকুর পো বলছিল, তুমি নামি ওকে পাগল করতে চেয়েছিলে—

স্বরূপ—যদি চেয়েই থাকি, সেকি অন্যায় চাওয়া ! আমি চিরকাল সল্‌তে হয়ে পুড়লাম আর উনি প্রদীপ হয়ে জ্বললেন। না, না শান্তাকে আমি পেতে দেব না। সরো, ওকে ধরে এনে আমি চাবকে শেষ করবো।

মলয়া—(বাধা দবার চেষ্টা করে) না, না—

স্বরূপ—কি, এত বড় সাহস ? [মারতে যায় মলয়াকে]

[ধীরাজবাবুর গলা শোনা যায় ভেতর থেকে] স্বরূপ কোথায় ?
[ধীরাজবাবু ও সতীর বাড়ীর ভেতর থেকে প্রবেশ। স্বরূপ চট করে ছোট বারান্দায় সরে যায়।]

সতী—স্থির হোন, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ?

ধীরাজ—না, না আমি স্থির হতে পারছি না।

মলয়া—(কাঁদতে কাঁদতে কাছে গিয়ে) বাবা ?

ধীরাজ—স্বরূপ কোথাও বেরিয়ে গেলনাতো ? যা গোলমাল—

সতী—একি, বৌমা বুঝি কাঁদছ ?

মলয়া—ঠাকুরপো চলে গেছে।

সতী—ধ্রুব! কি বলছ?

ধীরাজ—সেকি? স্বরূপকে খবর দাও। ওর মাথার গোলমাল—

স্বরূপ—(বারান্দা থেকে বেরিয়ে এসে) না ওর মাথার গোলমাল হয়নি।

ধীরাজ—স্বরূপ, কি বলছিস?

স্বরূপ—হ্যাঁ, এতদিন পাগল সেজে বসেছিল। আমার সর্বনাশ করার জন্যে।

ধীরাজ—কার সর্বনাশ, কে করবে?

স্বরূপ—এই ধৃতরাষ্ট্র বইটা কে লিখেছে জান, ধ্রুব! এই যে চিঠিতে লিখে গেছে।

সতী—কই, দেখি, (ব্যস্ত ভাবে চিঠি নিয়ে পড়তে থাকেন। স্বরূপ না থেমে বলে যায়)

স্বরূপ—নিজের বাবাকে বলে 'ধৃতরাষ্ট্র', দাদা হল দুর্যোধন। কত বড় শয়তান। ধ্রুব ধ্রুব করে তোমরাই ওকে মাথায় তুলেছ। এখন তার ফলভোগ কর?

মলয়া—ঠাকুর পো বলেছে বইতে যা লেখা আছে সব সত্যি।

স্বরূপ—চুপ করো, যা বোঝনা তা নিয়ে কথা বোল না।

সতী—ধ্রুব কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

স্বরূপ—তার মানে তুমি বলতে চাও।

সতী—আমি কোন তর্ক করতে চাইনা, অজয় এ বই লিখলে অন্য কথা হত। কিন্তু ধ্রুব লিখেছে শুনেই বলছি, এখন থেকে তোমার সাবধান হওয়া উচিত। নয়তো বিপদে পড়বে—

স্বরূপ—কাকীমা—

সতী—শান্তা যে কার জন্যে এ বাড়ীতে থাকতে চায় না তা এখন বুঝতে পারছি। ছি ছি, নিজের ছোট ভাই, তার উপরে এতখানি হিংসে—

ধীরাজ—সতী মা, তুমি কি বলছ—

স্বরূপ—বলতে দাও, বাবা বলতে দাও—

সতী—দাদা আপনি বুঝতে পারছেন না। আজ ধ্রুব চলে গেল, শান্তাও চলে যাচ্ছে, এর পর আমাকেও—

ধীরাজ—না, না, সতী মা, তা হয় না। তুমি কোথায় যাবে, শঙ্করকে আমি যে কথা দিয়েছিলাম।

সতী—আমি তো যেতে চাইনি, যেতে হচ্ছে। আমার নিজের হাতে গড়া সংসার। স্বরূপ, ধ্রুব, এরাতো নিজের ছেলের মত। কিন্তু আজ স্বরূপের ব্যবহারে—(সতীর গলা ধরে আসে)

ধীরাজ—স্বরূপ, কাকীমাকে বোঝা—

স্বরূপ—আমি আর কি বোঝাব। কাকীমাতো আমার কথা শুনবেন না, ধ্রুব লিখেছে, ধ্রুব। সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে কাকীমা, মা মারা যাবার পর যখন থেকে তোমার হাতে সংসারের সব ভার পড়ল—

সতী—স্বরূপ—[টেলিফোন বাজে, কেউ সেদিকে খেয়াল করে না]

স্বরূপ—কি করে বাজার হবে তার ভাবনা, কি করে ধ্রুব পড়বে, তার পড়ার খরচ। প্রত্যেকদিন টাকা যোগাড় করে এই ব্যবসা দাঁড় করাতে আমার যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, তা কার জন্যে? তোমাদের জন্যে তো আমি কিছু করিনি, ধ্রুব যখন বলছে দাও এবার আমায় ফাঁসীকাঠে ঝোলাও—

[সতী টেলিফোনের শব্দে আকৃষ্ট হয়। যেতে যেতে বলে]

সতী—স্বরূপ, আমি তা বলিনি—

স্বরূপ—আমাদের সংসারকে সমাজের কত উঁচু স্তরে তুলেছি এতে কি শুধু আমার লাভ? আমি হিংসে করছি, না তোমার ধ্রুবরই হিংসে এটাওতো একবার ভেবে দেখতে পারতে—

সতী—[একটু আগে টেলিফোন ধরেছিল, এখন কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে] কাকে পালাতে বলছেন, স্বরূপকে? কেন? অ্যাঁ? নিতাই মণ্ডল? কি বলেছে? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, পুলিশ আসছে। স্বরূপ, পুলিশ।

স্বরূপ—(নিজের মনে) নিতাই মণ্ডল বলে দিয়েছে, পুলিশ—

ধীরাজ—পুলিশ কেন? কার জন্যে?

[কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়]

ধীরাজ—(চেঁচিয়ে) কেউ কথা বলছ না কেন, কার জন্যে?

স্বরূপ—(ক্ষ্যাপা কুকুরের মত) আমার জন্যে, হাতে হাত কড়া পরাবার জন্যে। এতগুলো লোকের ষড়যন্ত্র, পুলিশ আসবে না!

ধীরাজ—কি বলছিস স্বরূপ, আমার কাছে আয়—

স্বরূপ—বিনয় কাকা, ধ্রুব, অজয় কেউ আমাকে চায় না। হিংসে, হিংসে, কি ভয়ানক হিংসে, বাবা, তুমি তো জান আমি কোন অন্যায় করতে পারি না। আমি কখনও খুন করতে পারি, আমি কি ধ্রুবকে পাগল করতে পারি? ওরা আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে।

ধীরাজ—না, না, আমি কারুর কথা বিশ্বাস করি না, সব মিথ্যে। স্বরূপ তুই কাছে আয়।

[পুলিশের গাড়ীর শব্দ, স্বরূপ ভয় পেয়ে বাবার কাছে সরে আসে, যেন নৌকাডুবি হওয়া কোন মানুষ বাঁচবার আশায় ভেসে যাওয়া ভাঙ্গা কাঠকে ধরবার চেষ্টা করছে।]

স্বরূপ—ঐ বোধ হয় গাড়ী আসছে, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তুমি আমাকে বাঁচাও।

ধীরাজ—[অন্ধের মত হাতড়ে স্বরূপের মাথায় গালে হাত বুলিয়ে] আসুক ওরা, আমি এখনও মরে যাই নি, দেখি কি করে আমার কাছ থেকে তোকে ওরা নিয়ে যায়। সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য, জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিইছি। চিরকাল আমি অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করেছি, এ মিথ্যে ষড়যন্ত্র টিকবে না। টিঁকতে পারে না। আমি বলছি স্বরূপ, সত্যের জয় হবেই।

[পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসে, শব্দ শুনে বোঝা যায় পুলিশের গাড়ী বাড়ীর সামনে এসে থামে।]

—যবনিকা—

"........'ধৃতরাষ্ট্র' একদিকে বাস্তব ধর্মী আর একদিকে রূপক। একদিকে একালের বাংলাদেশ তার পটভূমিকা আর একদিকে তা সর্বকালের ও সর্বদেশের।

'ধৃতরাষ্ট্রের' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তার বিন্যাস-কৌশলে। এ নাটকে ঘটনায় গতি আছে কিন্তু যা ঘটছে তার চেয়ে যা ঘটে আছে তারই সুনিপুণ উন্মোচন আমাদের উদ্‌গ্রীব করে রাখে।"

—প্রেমেন্দ্র মিত্র
(ভূমিকায়)

"........শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগী পেয়েছেন নাটকীয় ধ্বজা উড়িয়ে চলবার স্বচ্ছন্দ প্রতিভা।"

—শ্রীদিলীপ কুমার রায়

"........নাটকটি ভঙ্গিতে সবল, গতিতে সাবলীল ও বিন্যাস্ কৌশলে সুবিন্যস্ত। ....নবনাট্য আন্দোলনের এই পূজারীকে আমি স্বাগত জানাই।"

—অহীন্দ্র চৌধুরী

"নাট্যকার শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীকে ...আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। নাটকের বিশেষত্ব হল গতানুগতিকতা বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি যা সুন্দর এবং স্বচ্ছ এবং কোন সময়েই ঘোলাটে হয়নি।"

—মধু বসু